493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্রান্স অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,২৭ সংখ্যা, ১২ বৈশাখ-১৮ বৈশাখ,১৪২০ঃ ২৬ এপ্রিল-২মে,২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.27, April 26-2 May, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

এমিলি শেঙ্কেলকে দেখতে কেমন ? সুগত বসু সনাক্ত করবেন কি ?

নেতাজী'র 'স্ত্রী' বলে কোন মহিলাকে চালানো হচ্ছে ?

আজাদ বাউল

প্রথম (বাঁদিকে) ছবিটি ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বরের ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল বইটি লেখার সময় স্টেনোগ্রাফার রূপে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কাজ করছেন এই বলে প্রকাশিত ছবি। (মাঝে) ও ডানদিকের ছবি দুটি ১৯৩৬ সালে তোলা বলে বলা হয়েছে। অথচ তিনটি মহিলার ছবির মধ্যে কোনো মিল নেই। অথচ এক বছরের ব্যবধানে নাকি তোলা।

নেতাজী কোনও সাধারণ ব্যক্তি নন, কিংবা কোনও বিশেষ পরিবারে সম্পত্তি নন। বিমান 'দুর্ঘটনা'র অন্তরালে নেতাজী'র নিরুদ্দেশ হওয়ার পর জওহরলাল নেহরু, প্যাটেল এবং বসু বাড়ির এক ক্ষুদ্র অংশের উদ্দ্যোগে নেতাজীর তথাকথিত বিবাহ এবং পুত্র থাকার গল্প গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হয় ১৯৪৮ সালে। পরবর্তীকালে ৩ বছর পর, অষ্টম বর্ষীয় 'পুত্র' রাতারাতি আট বছরের 'কন্যা'য় রূপান্তরিত হয়। নেতাজীর এই তথাকথিত 'প্রেম-বিবাহ-কন্যা' এপিসোডের প্রতিটি চিত্রনাট্যতে অসংখ্য অসঙ্গতি রয়ে গিয়েছে। পরবর্তীকালের প্রজন্মের কাছে 'ঐতিহাসিক' রূপ দিতে নানা 'দলিল', 'প্রেমপত্র' তৈরি করা হলেও গোড়ায় গলদগুলি এখনও সংশোধন হয়নি। নেতাজীর 'স্ত্রী' রূপে যে এমিলি শেঙ্কেলকে তুলে ধরা হয়েছিল সেই এমিলি শেঙ্কেল দেখতে কেমন ছিলেন? এমিলি শেঙ্কেল সরকারিভাবে কোনওদিন ভারতবর্ষে আসেননি কিংবা বহুল প্রচারিত কোনও গণমাধ্যমে তাঁর সফরের ছবি প্রকাশিত হয়নি। ১৯৯৬ সালে বিদেশেই তিনি প্রয়াত হন। কিন্তু সাংবাদিক কাম সাহিত্যিক ভিয়েনা'য় এমিলির দর্শন লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন এবং এদেশে যথারীতি তাঁর প্রৌঢ় বয়সের ছবি ও নানা কাহিনী সহ সাক্ষাৎকার দিনের পর দিন বাজারের 'বড় বড়' কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। একপেশে ওইসব 'সাংবাদিকতায়' যতটা আবেগ, গল্প স্থান পেয়েছে ততটা ইতিহাস, তথ্য, সন, তারিখ-এর প্রতি সুবিচার করা হয়নি। বসু বাড়ির পরবর্তীকালের প্রজন্মের কাছে এমিলি প্রবাসিনী থেকে অধরা রয়ে গিয়েছেন আমৃত্যু। এ্যানিটা ব্রিজিট পাফ ভারতবর্ষে অনীতা বসু'র রূপ ধারণ করে একাধিকবার এসেছেন বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর 'মৃত্যু' ও

সুগত'র সততা-৪

এরপর দশের পাতায়

লোকসভা নির্বাচনে কি নির্ণায়ক শক্তি হবেন মায়াবতী

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

এবারের লোকসভা নির্বাচনের দৌড়ে নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টির অবস্থান ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে। মায়াবতীর দলে দলিতদের প্রাধান্য থাকলেও এবারে অনেক আসনে ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে প্রার্থী করা হয়েছে। এর মূল কারণ হল, তাঁর দল যাতে প্রধানত উত্তরপ্রদেশে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়ে কেন্দ্রে নির্ণায়ক শক্তি হতে পারে। এবারের নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে বহুজন সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীদের মধ্যে ২১ জন ব্রাহ্মণ এবং ১৯ জন মুসলমান রয়েছেন। অন্যদিকে তপশিলি জাতিভুক্তদের ১৯টি আসন দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে ১৫ জন প্রার্থীকেও টিকিট দেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

অভিষেক প্রার্থী হলেও হতাশা গ্রাস করছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের

কুনাল মালিক

যত নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসছে, ততই যেন দক্ষিণ শহরতলীর ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক লড়াইটা 'টাফ' হয়ে উঠছে। অথচ এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা হতেই তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের উৎসাহের পারদ উর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছিল। সকলকেই বলতে শোনা গিয়েছিল এ কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সোমেন মিত্র'র তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে গত নির্বাচনে ১,৫১,৫৫৯ ভোটে জয় লাভ করেছিল। সোমেন মিত্র দল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে গেলেও তা তৃণমূলের রাজনৈতিক কোনও ক্ষতি হবে না বলে মনে করে তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে ৭টি বিধানসভাই তৃণমূলের দখলে। তার ওপর অভিষেকের মতো প্রার্থী পেয়ে তৃণমূলের সর্বস্তরের কর্মীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বর্তমানে তৃণমূলের কেমন যেন ছন্নছাড়া অবস্থা অনুভব করা যাচ্ছে। প্রতিটি বিধানসভার সব বুথে এখনও বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু হয়নি। প্রচারের সামগ্রীরও অভাব আছে। বজবজ এলাকার এক তৃণমূল নেতা জানালেন, বিধায়করাই বিধানসভার নির্বাচনের দায়িত্বে আছেন। কিন্তু তাঁরা ঠিকমতো সাধারণ কর্মী -

কেন্দ্রঃ ডায়মন্ড হারবার

এরপর দশের পাতায়

বিপদ আসবে কবে! সেই অপেক্ষায় দিন গুণছেন পুলিশ পরিবারের মা-বোনেরা

অর্পণ মণ্ডল • বেহালা

লাল বাড়ির সরকার রং বদলেছে আড়াই বছর। সমগ্র রাজ্য জুড়ে বদলের সেই হাওয়ায় উন্নয়নের জোয়ারও এসেছে বলে শহর ছেয়ে গিয়েছে হোর্ডিং-এ। বেহালার মতো উন্নয়নশীল এলাকা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে কলকাতা পুলিশের। সুফলও মিলেছে হাতে নাতে। নিয়মনীতির কঠিন জালে স্বস্তিতেই আছে সমগ্র বেহালাবাসী। কিন্তু এই বেহালার বুকেই নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে চার প্রহর নিরন্তর কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্মীরাই কি ভয়ানক বিপদ মাথায় নিয়ে রোজ নিজেদের পরিবারবর্গের সঙ্গে বাস করছেন তা ডায়মন্ড হারবার রোড থেকে স্বল্প দুরত্বে গেলেই দেখতে পাওয়া যায়।

আবর্জনায় ও দুর্গন্ধে ছেয়ে রয়েছে চারিদিক, ঘন শ্যাওলা ধরা দেওয়াল চুঁইয়ে জল পড়ছে সারাদিন ধরে, বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে বিদ্যুতের তার, ভগ্নপ্রায় দেওয়াল চুঁইয়ে জল পড়ে শর্ট-সার্কিটও হয়েছে বহুবার যে কোনও মুহূর্তে আগুন লেগে ঘটতে পারে বিপজ্জনক দুর্ঘটনা, নেই কোনও অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, ভেঙে পড়েছে সাইনবোর্ড। না, কোনও পোড়োবাড়ি নয় এমন করুণ অবস্থা হয়েছে সরসুনা সরকার হাটের পুলিশ আবাসনের। রাজ্যবাসীর নিরাপত্তা যাদের হাতে, সেই পুলিশকর্মীদের

এরপর বারোর পাতায়

কাজের খবর

উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েদের মিলিটারি ডাক্তার হওয়ার সুযোগ

পুণে'র আর্মেড ফোর্সেস মেডিকেল কলেড এমবিবিএস কোর্সের জন্য দরখাস্ত চাইছে। মোট ১৩০টি আসনের মধ্যে ২৫টি আসন মহিলাদের। কোর্সের সময়সীমা অন্যান্য মেডিকেল কোর্সের মতোই সাড়ে ৪ বছর ও ১ বছর ইন্টারনশিপ। তবে কোর্স শেষে সামরিক হাসপাতালে চাকরি সুনিশ্চিত।

যোগ্যতা: ইংরাজি, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা নিয়ে ৬০ শতাংশ নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক পাশ। তবে প্রতেক বিষয় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতেই হবে।

বয়স:৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ২২-এর মধ্যে। বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েটপ্রার্থীদের যদি ২৪ বছরের মধ্যে বয়স হয় তাহলে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থী নির্বাচন হবে একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে।

আবেদন পদ্ধতি: www.afmcdg1d.gov.in & www.afmc.nic.in ওয়েবসাইটে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করে তারপরে আবেদনের ফর্ম পাবেন। রেজিস্ট্রেশন শুরু ২১ এপ্রিল থেকে শেষ ১৩ মে। তবে আবেদন পাঠাতে পারেন ১৭ মে রাত ১২টা অবধি। এই ওয়েবসাইট থেকেই চালান ডাউনলোড করে ২০ মে অবধি আবেদনের ফিজ জমা দিতে পারবেন।

বেহালায় প্লাস্টিক টেকনিশিয়ন প্রশিক্ষণ

কলকাতার বেহালার ইন্ডিয়ান প্লাসটিকস ইন্সটিটিউটে প্লাসটিক টেকনিশিয়ন কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। ৬ মাসের এই কোর্স সপ্তাহে ৩ দিন বিকেল ৬টা থেকে সন্ধ্যে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। ক্লাস শুরু মে মাসে। ১০০ টাকার বিনিময়ে কাজের দিন দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই সংস্থার অফিসে আবেদনের ফর্ম পাবেন। ফিজ ৬০০০ টাকা। সংস্থার ঠিকানা -ইন্ডিয়ান প্লাসটিকস ইন্সটিটিউট, এফ ৭, বেহালা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসটেট, ৬২০ ডায়মন্ড হারবার রোড (বেহালা চৌরাস্তার কাছে), কলকাতা-৩৪।

যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিক

আধাসামরিক বাহিনীতে পুরুষ ও মহিলা স্নাতক

বিএসএফ, সিআরপিএফ, সিআইএসএফ ১৩৬ জন গ্র্যাজুয়েট নিয়োগ করা হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে। যাঁরা এ-বছর পরীক্ষা দিয়েছেন কিন্তু এখনও ফল প্রকাশ হয়নি তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। এনসিসি করা প্রার্থীরা বিশেষ গুরুত্ব পাবেন। বিজ্ঞপ্তি নম্বর - ০৮/২০১৪-সিপিএফ, তারিখ- ১২-০৪-২০১৪। **যোগ্যতা:** ১ আগস্ট ২০১৪ তারিখ অনুযায়ী বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে। পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৫ সেমি. এবং বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১ ও ফুলিয়ে ৮৬ সেমি. হওয়া চাই, ওজন ৫০ কেজি হওয়া চাই অন্তত। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭ সেমি. এবং ওজন ৪৬ কেজি। তবে মনে রাখবেন বয়স এবং উচ্চতার সঙ্গে নিয়োগ কর্তাদের নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী ওজন হতে হবে। চোখের দৃষ্টিশক্তি ভাল চোখে এবং খারাপ চোখে দূরের ক্ষেত্রে ৬/৬, ৬/১২ এবং ৬/৯, ৬/৯। কাছের দৃষ্টি শক্তি জে ১ ও জে ২।

বাছাই পদ্ধতি: লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক পরীক্ষা ও মেডিকেল টেস্ট এই তিনটি পর্যায়ে পাশ করলে ডাকা হবে ইন্টারভিউতে। লিখিত পরীক্ষায় দুটি পত্রের মধ্যে প্রথমটিতে সাধারণ বিজ্ঞান মাল্টিপল চয়েজ অবজেকটিভ টাইপে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। এর মধ্যে থাকবে যাবতীয় জিকে, বিজ্ঞান, সাম্প্রতিক ঘটনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল। প্রথমটিতে যাঁরা উত্তীর্ণ হলে তবেই দ্বিতীয় পত্রের খাতা দেখা হবে। দ্বিতীয়পত্র হবে বর্ণনামূলক। থাকবে জেনারেল স্টাডিস, রচনাত্মক প্রশ্ন যার মধ্যে থাকবে ইংরাজি ব্যাকারণ, রচনা, প্রেসি এবং বিতর্কমূলক প্রতিবেদন লেখা। ১৩ জুলাই লিখিত পরীক্ষা হবে সকাল ১০-১২টা প্রথমপত্র, দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে শুধুমাত্র কলকাতায় পরীক্ষা হবে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় আবেদনকারীদের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী দৌড়, জাম্প ও শটপাটের টেস্ট হবে।

আবেদন পদ্ধতি: www.upsconline.nic.in ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন। আবেদনের ফিজ ২০০ টাকা। অনলাইন ছাড়াও অফলাইনে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে স্টেট ব্যাঙ্কে।

কবে আবেদন: অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চলবে ১২ মে রাত ১১:৫৯ মিনিট অবধি। কাউকে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে না। পরীক্ষার ৩ সপ্তাহ আগে www.upsc.gov.in ওয়েবসাইট থেকে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে হবে।

প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর: বিষদে জানতে গেলে দেখুন www.upsc.gov.in ওয়েবসাইট এবং www.upsconline.nic.in ওয়েবসাইট। এছাড়া ফোন করতে পারেন এই হেল্প লাইনে কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে। ফোন নম্বর- (০১১)২৩৩৮-৫২৭১, (০১১)২৩৩৮-১১২৫ এবং (০১১)২৩০৯-৮৫৪৩।

মাধ্যমিক পাশেদের মেকানিক হওয়ার প্রশিক্ষণ

ইলেক্ট্রনিক্স, মেকানিক, অটোক্যাডসহ ড্রাফটস ম্যান, ইলেক্ট্রিক্যাল, প্লাম্বিং ও স্যানিটেসন কাম ইলেকট্রিশিয়ন ট্রেডে ১ বছরের প্রশিক্ষণ কোর্স করানো হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে। প্রথম তিনটি শিক্ষাক্রম ২ বছরের এবং এনসিভিটি অনুমোদন প্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণ শেষে এদের সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। এটি আইটিআই সমতুল্য এবং সরকারি বেসরকারি সমস্ত কালখানা ও অফিসে এই সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য এবং বর্তমানে ভারতজুড়ে অজস্র কারখানায় এই সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কারিগর নিয়োগ করা হচ্ছে। শেষ তিনটি কোর্সের মেয়াদ ১ বছর। সার্টিফিকেট দেবে রামকৃষ্ণ মিশন। প্রশিক্ষণ শেষে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং ও চাকরি পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া ৬ মাসের একটি কম্পিউটার হার্ডওয়ারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এখানে।

এখানে কোনও হোস্টেল নেই। কিন্তু ইন্সটিটিউটের আশেপাশে ছাত্ররা ঘর ভাড়া নিয়ে মেস সিস্টেমে থাকে।

আবেদন পদ্ধতি: ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে সোম-শুক্র বেলা ১০:৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টে ও শনিবার বেলা ১টা পর্যন্ত আবেদনের ফর্ম পাবেন সংস্থার অফিসে। ঠিকানা- রামকৃষ্ণ মিশন, শিল্প বিদ্যালয়, প্রাইভেট আইটিআই, পোস্ট-বেলুড়মঠ, হাওড়া-৭১১২০২।

সীমানা ছাড়িয়ে

আপনার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ফুলস্কেপ কাগজের দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে পাঠান আমাদের দপ্তরে। সঙ্গে ছবি দিলে আরো ভালো হয়। আমরা সেই ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করব আপনাদেরই নামে।লেখা পাঠানোর ঠিকানা

৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ২৬ এপ্রিল - ২ মে, ২০১৪

মেষ : মানসিক চিন্তাধারাকে নানাভাবে বিস্মিত করবে। বহু আশার আলোককে নিয়ে জীবনের গতিধারার মানকে কিছুটা পরিবর্তনের মধ্যে আনতে সক্ষম হবেন। লেখাপড়ায় ইচ্ছা থাকলেও বাধার দ্বারা ক্ষতি হওয়া সম্ভব। পাকাশয়ের পীড়ায় বা শত্রুতার দ্বারা ক্ষতির যোগ রয়েছে।

বৃষ: চলার গতিবেগ এখনও কম থাকবে। নানাভাবে বাধা এসে ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে জটিলতার অবসান হবে। স্মৃতি শক্তির দুর্বলতার জন্য কিছু কিছু কাজে ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। গৃহ ভূমি সম্পর্কীয় বিষয়ে আশার আলো দেখা যায়।

মিথুন: উৎসাহ ও উদ্দীপনা যথেষ্ট থাকবে। অগ্রগতির পথকে দেখে অন্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়বে। সাফল্যের ক্ষেত্রে বহুবিধ সুযোগ আসবে। স্বাধীন পেশাজীবীগনের পথে সময়টি সাফল্যের নির্দেশ করছে। ভাগ্যের উন্নতি ধীরে হলেও আগামী দিনে শুভফল পাওয়া যাবে।

কর্কট: সপ্তাহের শেষদিক থেকে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। এগিয়ে যাওয়ার রুদ্ধপথগুলি ক্রমান্বয়ে খুলে যাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেতের শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। কর্মের সুযোগ এসেও থমকে যাবে। বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদের সহায়তা পাবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে শুভযোগ রয়েছে।

সিংহ: উদ্বেগপূর্ণ মনের জন্য অনেক সময় আশাহত হতে হবে। ক্রয়-বিক্রয় কর্মে ভালভাবে নজর না দিলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। গৃহভূমি কেনা-বেচা নির্মাণের ক্ষেত্রে লাভজনক ফল পাবেন। শুভ কাজে বাধা আসবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ ঘটবে।

কন্যা: হিংসা, ঈর্ষা বা দ্বেষ পরিত্যাগ করে এগিয়ে যেতে পারলে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উন্নতি ঘটবে। দুরভ্রমণে সাফল্যের যোগ রয়েছে। ভ্রাতা ভগিনীদের মধ্যে মতান্তর থাকলে তা নিরশন হওয়া সম্ভব। প্রোমোটারদের পক্ষে কাজের ভাল সুযোগ আসবে।

তুলা: শরীর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। ব্যবসায় শুভফলের যোগ রয়েছে।

স্নেহ প্রীতির বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ হবে। মানসিক দিক থেকে এখনও শান্তি পাবেন না। লেখাপড়ায় তেমন শুভ ফল পাওয়া যাবে না। ভ্রমণের যোগ রয়েছে। আয় ভাল হবে।

বৃশ্চিক: মনের মতো মানুষ খুঁজে বেড়ালেও এখন তা সম্ভব হবে না। অর্থনৈতিক অবস্থার কিঞ্চিৎ শুভ পরিবর্তন লক্ষিত হবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে সফলতা আসবে। শুভকর্মে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লাভবান হবেন। আগুন থেকে সাবধান থাকবেন।

ধনু: ভাল কাজ করার আশা নিয়ে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু তাতে পূর্ণ সফলতা পাবেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতারণার সম্ভাবনা রয়েছে। পিতৃতুল্য ব্যক্তির সাহায্যে অর্থনৈতিক শুভফল পাওয়া যাবে। দায়িত্ব নিয়ে কাজ করলে সফল হবেন। লেখাপড়া শুভ হবে।

মকর: গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে সময়টি শুভফলের নির্দেশ করে। কোমরের ব্যথায় খুবই কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছুটা বাধার সৃষ্টি হবে। ভাগ্যের অনুকূল পরিস্থিতির জোরে অনেক অসাধ্য সম্পন্ন করতে সমর্থ হবেন।

কুম্ভ: দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিকে সু-সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হতে হবে। শিক্ষায় শুভ হবে। রাগকে দমন করতে পারলে অনেক শুভ কাজ আপনার দ্বারা সাফল্য পাবে কর্মস্থলে শুভফলের যোগ রয়েছে। শরীর নিয়ে মাঝে মাঝে ঝামেলায় পড়বেন।

মীন: ব্যবসায়ে শুফ ফলের যোগ রয়েছে। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে তেমন শুভ যোগ নেই। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। সাবধানে চলবেন, রক্তপাতের যোগ, অর্শ ও আমাশার যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে চিন্তা থাকবে।

ভোট বয়কটকেই শেষ অস্ত্র করেছেন কোঁচফলবাসীরা

শামিম হোসেন • ডায়মন্ড হারবার

পানীয় জল ও বেহাল রাস্তা সমস্যার দাবী ছিল দীর্ঘদিনের। পাশাপাশি এলাকায় দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদ জানিয়ে আজও কোনও সুরাহা মেলেনি। ফলে এই তিন প্রধান সমস্যা সমাধানের দাবীতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপী ব্লকের কোঁচফল গ্রামের প্রায় ৭০০ পরিবার। রবিবার সকালে গ্রামবাসীরা প্লাকার্ড হাতে এলাকায় মিছিল করে বিক্ষোভ দেখায়।

নির্বাচনের মুখে ভোট বয়কটের ঘটনায় অস্বস্তিতে শাসক তৃণমূল ও ব্লক প্রশাসন। যদিও ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক শান্তনু বসু জানান, বিডিও'র সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করব। যাতে এলাকার বাসিন্দারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সাধ্যমতো চেষ্টা করব। ঢোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোঁচফল গ্রামে সংখ্যালঘু পরিবারের বাস। বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা চাষবাস ও দিন মজুরি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবী ছিল পানীয় জল ও বেহাল রাস্তার সমস্যা সমাধানের। কিন্তু কোনও সুরাহা না মেলায় এলাকার বাসিন্দারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপ্রার্থীকে জয়ী করেন। কিন্তু পঞ্চায়েতের দখল নেয় শাসক তৃণমূল। তারপর ৮ মাস কেটে গিয়েছে। সামনে আবার ভোট। কিন্তু সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। অভিযোগ, গ্রামে একটিমাত্র পানীয় জলের টিউবওয়েল। রাস্তা একেবারেই বেহাল। গৃহবধূ মুর্শিদা বিবি জানান, গ্রামের রাস্তা মেরামতের কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। তীব্র গরম পড়েছে। গ্রামের একটিমাত্র টিউবওয়েল খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। পায়ে হেঁটে জল আনতে হয়। বারে বারে নেতা থেকে প্রশাসনকে জানিয়েছি। কোনও সুরাহা হয়নি। এলাকার সমাজসেবী রবিউল ইসলাম বলেন, এলাকার অধীকাংশ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী। পানীয় জল ও বেহাল রাস্তা সত্যি বড় সমস্যা। পাশাপাশি এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। প্রশাসনকে জানিয়ে সমস্যার কোনও সুরাহা না মেলায় এই ভোটে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বছর পঞ্চান্নর সালেয়া বেওয়া বলেন, খুব গরিব আমরা। বারে বারে নেতাদের কাছে বার্ধক্যভাতা টুকু পাওয়ার আশায় ছুটেছি। কিন্তু দেয়নি। ভোট দিয়ে আর কী হবে? ভোটে জিতে তো নেতারা নিজেরাই গুছিয়ে নিচ্ছে। পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাম সদস্য মান্নান লস্কর সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, ভেটে জেতার পর আমার এলাকায় কোনও কাজ দেওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত যেহেতু শাসকদলের দখলে তাই বেছে বেছে নিজেদের সদস্যদের এলাকায় কাজ হয়েছে। ব্লক প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও সুরাহা হয়নি। কুলপীর বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, ভোট বয়কটের ঘটনা আমার নজরে নেই।

ভোট দিয়ে আর কী হবে? ভোটে জিতে তো নেতারা নিজেরাই গুছিয়ে নিচ্ছে।

মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন না কেউ এ-পাড়ায়

দুই পুরসভার যাঁতাকলে নির্জলা ১১টি পরিবার

প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী • মেটিয়াবুরুজ

দীর্ঘ বছর ধরে অদ্ভুত এক জল সমস্যায় নাজেহাল জীবন কাটায় ১১টি পরিবার। দোষ তাদের একটাই তাদের বাসস্থান দুই পুরসভার বর্ডার এলাকায়। মহেশতলা পুরসভার তিন নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ফতেপুর প্রথম সরণীর দু'দিকের ১১টি বাড়ি কলকাতা পুরসভারও প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত। এই বাড়িগুলির জলের লাইন যে রাস্তার তলা দিয়ে যাবে তা কলকাতা পুরসভার আওতাভুক্ত এই দ্বন্দ্বে জলের লাইনই দেওয়া হয়নি বহু বছর। দফতরে দফতরে বহু অভিযোগ জানিয়ে জুতোর শুকতলা খুইয়ে ২০১৩'র ২৫ ডিসেম্বর অবশেষে চালু হয় জলের লাইন। বাসিন্দারা স্বস্তির শ্বাস ফেলেন, ভাবেন সমস্যার সমাধান হয়েছে স্থায়ীভাবে। কিন্তু একমাস যেতে না যেতেই কলকাতা পুরসভার দেওয়া জলের লাইন বৈমাত্রেয় আচরণ করতে থাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান 'বহুবার ছেলের বিয়ের সমন্ধ এলেও বিয়ে ঠিক করা সম্ভব হয়নি, জলের এই সমস্যা শুনে কোনওভাবেই মেয়ের বাড়ি থেকে কন্যাদানে প্রস্তুত নয় কেউ। শুনতে হাস্যকর লাগলেও এমনই আরও কিছু গভীর সমস্যায় ভুগছে এই এলাকাবাসীরা। প্রতিদিনই কলের লাইনে তাই সারি বেঁধে বালতি হাতে দাঁড়াতে হয় সভ্য ঘরের মেয়ে বউদের। ঝুনু চন্দ্র জানান, বহু শখ করে সারা বাড়িতে কলের লাইন করা হলেও জল আসে না কোনওখানেই। ফলে প্রতিদিন সকালে বাধ্য হয়ে জলের লাইনে দাঁড়াতে হয় আমাকে। এলাকার কাউন্সিলর জানান, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৩-তে প্রায় ২৫০-৩০০ মিটার নতুন করে ৪ ইঞ্চি লাইন বসিয়ে এই ১১টি বাড়িতে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে কানেকশন দেওয়া হলেও ২ নম্বর ওয়ার্ড দিয়ে আসা এই জলের লাইনের মধ্যে বালির বস্তা ঢুকে থাকায় জলের প্রেসার কমে গিয়েছে। এ-মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই কলকাতা পুরসভা ওগুলি পরিষ্কার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিল কিন্তু এখনও কোনও কাজই হয়নি। এই সমস্যার ব্যাপারে মহেশতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান দুলাল দাস জানিয়েছেন, এই ব্যাপারটি আমাদের হাতে নেই। কলকাতা কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মহেশতলা পুরসভার এলাকার প্রশাসন তাদের দায়িত্ব কলকাতা পুরসভার উপর দিয়ে হাত ধুয়ে ফেললেও অন্যদিকে কলকাতা পুরসভারও কোনও হেলদোল সেভাবে নেই। কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদের ডিরেক্টর জেনারেল (জল বিভাগ) বিভাস কুমার মাইতি জানান সমস্ত গার্ডেনরিচ এলাকায় জল ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিকল্পনা চলছে কিন্তু আলাদা করে কোনও এলাকা সম্পর্কে এভাবে বলা সম্ভব নয়।

বিভাজনের এই চক্রব্যুহে সাধারণ মানুষের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। ভোটের প্রচারে এই সব প্রশাসনিক মানুষগুলোই মুখোশ পড়ে জল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করে আর আসনে বসে অনায়াসে দায় এড়িয়ে যায়। রংয়ের পরিবর্তনে মানুষের জীবনের মুখ্য চাহিদাগুলোর কোনও পরিবর্তন হয়নি তা সুস্পষ্ট।

প্রচার থেকে কর্মীসভা: জনজোয়ার মগরাহাট যুগদিয়ায়

মেহেবুর গাজি • জয়নগর

প্রচণ্ড রোদ আর অসহ্য প্যাচপ্যাচে গরম। কোনও তোয়াক্কা নেই। কখনও মাথায় কাপড় আবার কখনও মুখে জলের ঝাপটা এরই মধ্যে দিয়ে দলের প্রচার সারছেন জয়নগর কেন্দ্রের লোকসভা প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল। আলাপচারিতা সেরে ফেলেছেন রাস্তার দু'ধারের সাধারণ মানুষ এদিন যুগদিয়া অঞ্চলের প্রায় পাঁচশর বেশি সমর্থকদের সঙ্গে প্রচার সারলেন রাস্তার দু'ধারের মানুষদের প্রার্থী পরিচিতি করে দিচ্ছেন এলাকার অঞ্চল সভাপতি ইউনুস মল্লিক। প্রায় ৪ কিমি প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডলের সঙ্গে প্রচারে গলা মেলান মগরাহাট-২ ব্লকের সহ-সভাপতি খয়রুল হক লস্কর, হায়দার আলি মল্লিক, আবু তাহের সর্দার (জেলাপরিষদ পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ) ও সঙ্গে নানা অভাব অভিযোগের কথা শুনলেন। মূলত এই যুগদিয়া অঞ্চলে ৮০ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এরপর শুরু হয় আলাউদ্দিন কমপ্লেক্সে কর্মীসভা। এই কর্মীসভায় যোগদান করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী গোবিন্দ্র চন্দ্র নস্কর।

এদিন কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে বেশ কিছু কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিদায়ক নমিতা সাহা। এদিন প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল বলেন, রাজনীতি মানে খুনোখুনি নয়। যদি মানুষ নিপীড়িত হন তাহলে তাঁর আন্দোলন করে ক্ষমতা আদায় করে নেবেন রাজনীতির আসল ধর্ম মানব ধর্ম। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন, আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি আপনাদের কথা পার্লামেন্টে বলব। মগরাহাট-২ নম্বর ব্লকের সহ-সভাপতি খয়রুল হক লস্কর এদিন বিরোধীদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে বলেন তোমরা যতই মুখ্যমন্ত্রীকে অশ্লীল কথা বল মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা আশীর্বাদ স্বরূপ নেন। তিনি আরও বলেন, গতবারের সাংসদ কি বাপের টাকায় উন্নয়ন করেছেন?

সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী দেওয়ায় তিনি কাজ করেছেন। আমাদের এখন উচিত এই ৩৪ বছরের বাম অপশাসনকে যেভাবে অপশাসন করে মুক্ত বাংলা গড়েছি সেভাবে আমরা আগামী দিনে ঠিক একইভাবে মুক্ত ও স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তুলব এটাই হবে আমাদের লক্ষ্য। কংগ্রেস, বিজেপিকেও তিনি কটাক্ষ করেন এদিন। যুগদিয়া অঞ্চল সভাপতি ইউনুস মল্লিক তাঁর মূল্যবান বক্তব্যে বলেন, আজ আমরা সমস্ত কর্মী ঐক্যবদ্ধভাবে মা-মাটি-মানুষের সরকার আবারও গড়ব। যেভাবে চারিদিকে উন্নয়নের জোয়ার চলছে আমরা আরও সেটা সুদৃঢ় করব। তিনি বলেন, যেভাবে কর্মীসভা জনজোয়ারে পরিণত হচ্ছে বিরোধীরা তাতে অবাক হয়ে যাচ্ছে। তাঁরই নেতৃত্বে এদিন কর্মীসভা হয়। বিধায়ক নমিতা সাহা এদিন বলেন, বিজেপি একটা সাম্প্রদায়িক দল আর কংগ্রেসের এ রাজ্যে কোনও অস্তিত্ব নেই গত লোকসভাতে আমাদের সমর্থনে জিততে পেরেছে। গোপনে অনেক জায়গায় বিরোধী দলগুলো একত্রিত হয়ে আমাদের কর্মীদের উপর হামলা করছে ও ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে। মানুষ রায় দেবে ভোটের ব্যালটে।

বাসন্তীতে লাল দুর্গে ভাঙন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: জয়নগর কেন্দ্রের বাসন্তী বিধানসভার ভাঙনখালি-খেরিয়া এলাকা থেকে আরএসপি'র প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য মুসারফ জিয়াদা ও সক্রিয় কর্মী সাইফুদ্দিন জিয়াদা'র নেতৃত্বে মঙ্গলবার বিকেলে বাসন্তীর পালবাড়ি গ্রামে ২০০ জন আসএসপি'র কর্মী তৃণমূলে পদসভায় এসে এই দলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর), জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি স্বরূপ খান, বাসন্তী ব্লক তৃণমূল সভাপতি মান্নান সেখ। স্বরূপ খান জানান, যোগদানকারীদের তৃণমূলের হয়ে সংগঠনের হয়ে কাজ করতে বলা হয়েছে। যোগদানকারী দুই নেতা বলেন, গত দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে এই অঞ্চলে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় রয়েছে। এমনকী এখনও বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্র তাঁদেরই দখলে। অথচ এই এলাকা সার্বিক উন্নয়নে তাঁরা ব্যর্থ। সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা তৃণমূলে যোগদান করলেন। এদিন তৃণমূল প্রার্থী ঢুরি, আমঝাড়া, পালবাড়ি এলাকায় প্রচার চালান।

ভোটদর্পণ

প্রচারে নামলেন রেজ্জাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: ১৮ এপ্রিল বিকেল ৫টায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের পিডিএস প্রার্থী সমীর পুততুন্ডের সমর্থনে নির্বাচনী সভায় প্রাক্তন রাজ্যমন্ত্রী ও বর্তমানের সিপিএম ত্যাগী ক্যানিং (পূর্ব) বিধায়ক রেজ্জাক মোল্লা বলেন, এখন কংগ্রেস ও বিজেপি হারামের দল হয়েছে। হারামের পয়সায় তাঁদের দল চলছে, কিন্তু পিডিএস গরিব মানুষের দল। এঁরা নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর আন্দোলন করেছিল বলেই মমতা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সিপিএমে আমি নীতির কথা বলতাম। ওঁরা কেউ শুনত না। আমাকে তাই শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে দল থেকে বের করে দিয়েছে। বুদ্ধবাবু নিজেই পলিটব্যুরোর মিটিংয়ে যান না। তিনি কি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেননি। তিনি আরও বলেন, গরিব মানুষের কথা একমাত্র তুলে ধরবে পিডিএস।

লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত

মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সমর্থকদের সঙ্গে হাসিমুখে যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী। *ছবি: অরুণ লোধ*

পদ্ম হাতে সবার দুয়ারে অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: তৃণমূল প্রার্থী অভিষেকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাস (ববি)। তিনি ভূমিপুত্র। ফলে এলাকায় যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে এবং সারা বছর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এই তরুণ প্রার্থী রোজ ১৫-২২ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর মতে গাড়িতে করে প্রচারে ঘুরলে ভোটারদের সঙ্গে একটা দূরত্ব তৈরি হয়। প্রচারে কংগ্রেসের দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি কথা তুলে ধরলেও মেনে নিচ্ছেন তাঁর মূল লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

মধু চোরের দল ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রবিবার রাতে বন দফতর সুন্দরবন কোস্টাল থানার বাঘনা জঙ্গলে হঠাৎ হানা দিয়ে ৭ মধু চোরকে গ্রেফতার করে। বেশ কিছুদিন থেকেই হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জ এলাকার এই দলটি মধু চুরি করছিল বলে খবর ছিল বন দফতরের কাছে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডাইরেক্টর জানান, ধৃতদের কাছে ৮০ লিটার মধু, একটি ড্রাম ও নৌকা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, দুষ্কৃতীদের বন দফতর তাদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে।

মোদি'র মুখোশ পরে ঢোল বাজিয়ে পদ্ম ফোটানোর স্বপ কৃষ্ণপদ'র

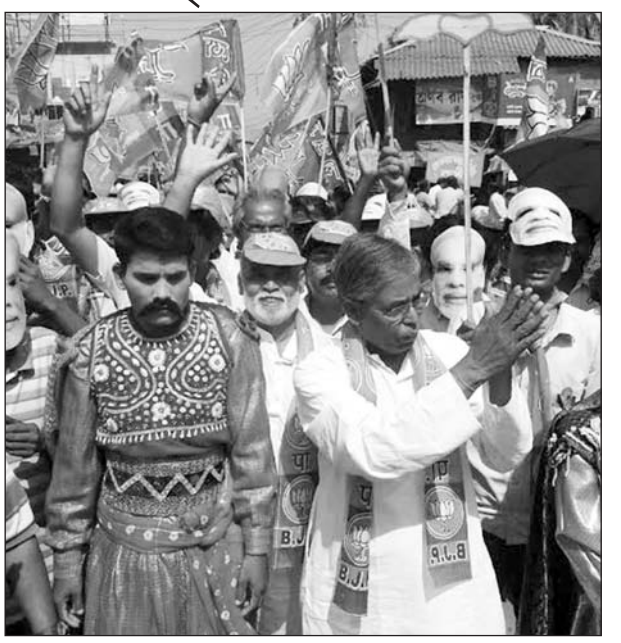

বিশ্বজিৎ পাল ● জয়নগর

ভোট শেষের পরই বিরোধী কোনও দলেরই নেতা-কর্মীদের দেখা পাওয়া যায় না। এই অভিযোগ জয়নগর কেন্দ্রের বাসিন্দা পরিতোষ মণ্ডল, প্রমোদ সর্দার, মঞ্জু আমন গাজী, নাজিমূল হাসান, অশোক পাত্র, সুকান্ত সরকারদের মতো অজস্র সাধারণ মানুষের। তবে শাসক তৃণমূলের বহু কর্মীকে নাকি আপদে-বিপদে সাহায্য করার জন্য পাশে পাওয়া যায়।

তবে এর মধ্যেই এই কেন্দ্রের প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার সোমবার সকালে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে তালদি পর্যন্ত প্রচারে অভিনবত্ব দেখালেন। শোভাযাত্রায় আসা কর্মীদের মুখে মোদি'র মুখোশ পরিয়ে ও ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। ক্যানিং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘক্ষণ থেকে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর প্রতিশ্রুতি বিজেপি ক্ষমতায় এলে লবণ, মধু ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটিয়ে কর্মসংস্থানে জোয়ার আনবেন।

কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং বিদ্যুৎ ও পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি ক্যানিং ২ ব্লকের ঘুঘুখালি-হেদিয়া সংযোস্থল তাম্বলদহে করতোয়া নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, গতখালি-গোসাবার সেতু ও সড়ক নির্মাণের প্রকল্প রয়েছে তার প্রতিশ্রুতিতে।

এই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি মোদি হাওয়াতে তিনি অনেকটা এগিয়ে যাবেন বলে তাঁর আশা।

গাড়ি ছেড়ে ঘরে ঘরে অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার: সপ্তাহ শেষে রোড শো'য়ের পাশাপাশি পায়ে হেঁটেও প্রচার চালালেন অভিষেক। সুলতানপুর পিকনিক গার্ডেন, মায়ারোড, রত্নেশ্বরপুর, বাহাদুরপুর, নারায়ণজুড়, দোলন ঘাঁটা, কানপুর, মনির মোড়, গড়িয়ার লালবাতি পর্যন্ত প্রচার চালালেন। কানপুর-ধানবেড়িয়া অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেন তিনি। জড়ো হওয়া মানুষের অভিযোগগুলি শোনেন তিনি। তিনি আরও বলেন, এবার কেন্দ্রে কেউ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবে না। তাই বাংলার নির্বাচিত সাংসদরা নির্ণায়ক ভূমিকা নেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মানুষ যোগ্য জবাব দেবে ভোটের মাধ্যমে। তাঁর আরও আশা, বাংলায় মোদির কোনও হাওয়া নেই।

বাংলার মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সার্বিক উন্নয়নের আশায় তৃণমূলকে বিজয়ীর আসনে দেখতে চায়।

ঘরে ঘরে পৌঁছোনতেই জোর দিচ্ছেন দুই বামপ্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: রোড শো-য়ের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি ঘোরার দিকে নজর দিয়েছেন এই কেন্দ্রের বামপ্রার্থী আরএসপি সুভাষ নস্কর। তিনিও বিজেপি প্রার্থীর মতোই লবণ-মধু-পর্যটন শিল্পের নবজাগরণ, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের ব্যবস্থার উন্নতি, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগের প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি সুন্দরবনের নদী সংস্কার এবং আয়লায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধগুলির সংস্কারের কথা বলছেন। পাশাপাশি এসইউসি প্রার্থী তরুণ মন্ডলের প্রধান হাতিয়ার সাংসদ থাকাকালীন তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরা।

রাজ্যের সাংসদরা পাঁচ বছরে কী করলেন

বরুণ মণ্ডল

প্রকৃত 'পার্লামেন্টারিয়ান' হওয়া যায় কীভাবে ? একবার সাংসদ হয়ে কখনই একজন সুদক্ষ সাংসদ হওয়া যায় না। অন্তত তাকে দুই থেকে তিনবার সাংসদ হতে হবে। যেমন এ রাজ্য থেকে অনেকে সাত থেকে আটবার সাংসদ নির্বাচিত হয়ে সংসদে তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নতুনদের প্রথম থেকে লোকসভা অধিবেশনে নিয়মিত উপস্থিত থেকে অধিবেশনকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বোঝা। বিভিন্ন বিষয়ে নিজ শিক্ষা দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করা। নিজ এলাকার মানুষের সমস্যা সংসদের দায়িত্ব পালন করা। অন্যদিকে, নিজ সাংসদ উন্নয়ন তহবিলে'র অর্থ প্রতিবছর ২০১১ থেকে যে ৫ কোটি টাকা করে পাওয়া যায় নিজ এলাকায় তার ব্যয়ের বিষয়ে তদারকি করা বা নিজেদের পরিকল্পনার রূপায়ণ কেমন হচ্ছে, তা দেখার দায়িত্ব সাংসদদের নেওয়া উচিত। যেমন গত পাঁচ বছরে এ রাজ্যের 'সাংসদ উন্নয়ন তহবিলে'র কেন্দ্রের দেওয়া টাকার মধ্যে ১৮২ কোটি টাকা জেলা প্রশাসনের 'গাফিলতি' এবং কিছু সাংসদের 'গা-ছাড়া' মনোভাবের জন্য কাজে না লেগে স্রেফ রাজ্যে পড়ে রইল, পরের বারের সাংসদদের জন্য। এদিকে, পঞ্চদশ লোকসভায় বেশির ভাগ দিনই কাজ হয়নি। শুধু বিশৃঙ্খলা, হট্টগোল হয়েছে অনেক বেশি। সংসদের বহু কাজ হয়নি।

মানুষের জন্য লোকসভা ঠিকমতো ব্যবহৃত হয়নি। বিতর্ক খুবই কম হয়েছে। আর বিতর্কে অংশ নিতে চাইলেও সবসময় অংশ নেওয়া যায় না। 'জিরো আওয়ারে' নোটিশ দিলেও প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে যায়। লোকসভায় যে 'সিস্টেম' আছে তা বুঝতে গেলে একবার সাংসদ হয়ে তা সম্ভব নয়। বুঝতে অনেকটা সময় লাগে। আর বড়ো দলগুলিতে সাংসদের সংখ্যা অনেক। তাই চাইলেই কোনও বিতর্কে অংশগ্রহণ সহজ নয়। যেমন: কংগ্রেস দলের সাংসদ সংখ্যা ২০৬। ফলে প্রশ্ন বা বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য দায়িত্ব ভাগ করা থাকে, তবু সাধারণ মানুষের বক্তব্য ও দুর্নীতির বিষয় অধিবেশনে তুলে ধরা আর মানুষের সমস্যা নিয়ে সাংসদে 'দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব' করাটাই প্রকৃত সংসদের কাজ। আবার এটাও ঘটেছে, লোকসভা মুলতুবি হওয়ার অর্থের অপচয় হয়েছে। বহু বহু সাংসদ আছে লোকসভা মুলতুবি রয়েছে সংসদে উপস্থিত ছিল এ শর্তে দৈনিক যে ২০০০ টাকা 'হাজিরা ভাতা' আছে তা গ্রহণ করেছেন। এদিকে সংসদ ভবন নাকি 'ধর্মচক্রপ্রবর্তনায়' অর্থাৎ ধর্মচক্র প্রবর্তন হয়। অতএব এই সভাতে নয়া সাংসদরা কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে এবং গিয়ে কী কী তাঁর করা উচিত সে সম্বন্ধে যেন ওয়াকিবহাল থাকেন নবাগতরা। কেবল বিল আটকানো, সভাকক্ষে গোলমাল করা বা এসি-তে ঘুমানো তাদের কাজ নয়। প্রসঙ্গত, একজন সাংসদ প্রতি মাসে বেতন পান ১,৩০,০০০ টাকা। এই টাকার মধ্যে রয়েছে সাম্মানিক ভাতা ৫০,০০০ টাকা। কাগজপত্র, বইখাতা ইত্যাদি ক্রয় বাবদ ৪০,০০০ টাকা। এছাড়াও আছে রেল ও বিমান পরিবহন ব্যয়ে ছাড়, আছে পেনশন, ফ্যামিলি পেনশন ইত্যাদি।

দরিদ্রতম কেন্দ্রের প্রার্থীরা কোটিপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেশের মানচিত্রে দরিদ্রতম মনুষ্য বসতিযুক্ত লোকসভা কেন্দ্রগুলি আমাদের প্রতিবেশী ওড়িশা রাজ্যে অবস্থিত। অথচ ওড়িশার এই ভুখা জনপদ থেকেই ভোটে লড়ছেন নয় নয় করে আটজন কোটিপতি প্রার্থী। ওড়িশার ২১টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ভুখা মনুষ্য বসতিযুক্ত লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে পাঁচটি। কেন্দ্রগুলি হল: ১০. বোলাঙ্গির, ১১. কালাহান্ডি, ১২. নবরংপুর, ১৩. কন্ধমাল এবং ২১ কোরাপুট। এই পাঁচটির মধ্যে তিনটিতে 'বিজু জনতা দল' এবং দু'টিতে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' দলের বিদায়ী সাংসদরা রয়েছেন।

ক্রমিক সংখ্যা	লোকসভা কেন্দ্র	প্রার্থীর নাম	দলের নাম	সভায় হাজিরা (শতাংশে)	ক'টি বিতর্কে অংশগ্রহণ	পাঁচ বছরে প্রশ্নর সংখ্যা	প্রাইভেট মেম্বার্স বিল
১.	কোচবিহার	নৃপেন্দ্রনাথ রায়	এআইএফবি	৭৫	৫৪	৬২২	০
২.	আলিপুরদুয়ার	মনোহর তিরকি	আরএসপি	৫৭	৩৩	৫৯৩	০
৩.	জলপাইগুড়ি	মহেন্দ্র কুমার রায়	সিপিআই(এম)	৯৪	৪০	১৬৫	০
৪.	দার্জিলিং	যশোবন্ত সিনহা	বিজেপি	৭৮	১৮	০	০
৫.	রায়গঞ্জ	দীপা দাশমুন্সি	আইএসসি	৭৯	২৪	৩২৫	০
৬.	বালুর ঘাট	প্রশান্ত কুমার মজুমদার	আইএনসি	৭৬	১৪০	৪৬৭	২
৭.	মালদহ উত্তর	মৌসম বেনজির নূর	আইএনসি	৬৬	৫	৬০	০
৮.	মালদহ দক্ষিণ	আবু হাসেম খান চৌধুরী	আইএনসি	৭৭	১২	৮	০
৯.	জঙ্গিপুর	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়	আইএনসি	৯৮.৬	৩	১৮	০
১০.	বহরমপুর	অধীর রঞ্জন চৌধুরী	আইএনসি	৮২	১৩২	৩০১	১৯
১১.	মুর্শিদাবাদ	আবদুল মান্নান হোসেন	আইএনসি	৬০	০	০	০
১২.	কৃষ্ণনগর	তাপস পাল	এআইটিসি	৭২	৬	০	০
১৩.	রানাঘাট	সুচারুরঞ্জন হালদার	এআইটিসি	৮৪	৬	২৯	০
১৪.	বনগাঁ	গোবিন্দ চন্দ্র নস্কর	এআইটিসি	৮৩	৪৬	১	০
১৫.	ব্যারাকপুর	দীনেশ ত্রিবেদী	এআইটিসি	৭৮	৩২	০	০
১৬.	দমদম	সৌগত রায়	এআইটিসি	৯৫	৬৮	১৯৫	০
১৭.	বারাসত	কাকলি ঘোষ দস্তিদার	এআইটিসি	৬৭	৩০	১৩	১
১৮.	জয়নগর	ডাঃ তরুণ মণ্ডল	এসইউসিআই	৬৮	১২৬	২১	০
১৯.	বসিরহাট	শেখ নুরুল ইসলাম	এআইটিসি	৩৭	১	৪	০
২০.	মথুরাপুর	চৌধুরী মোহন জাটুয়া	এআইটিসি	৩৪	১৯	০	০
২১.	ডায়মন্ড হারবার	সোমেন্দ্রনাথ মিত্র	এআইটিসি	৫০.৮৮	১	২৭৫	০
২২.	যাদবপুর	কবীর সুমন	এআইটিসি	৩১	৩	০	০
২৩.	কলকাতা দক্ষিণ	সুব্রত বক্সি	এআইটিসি	৩২	২	০	০
২৪.	কলকাতা উত্তর	সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	এআইটিসি	৮৫	৫৫	০	০
২৫.	হাওড়া	প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	এআইটিসি	৬০	০	০	০
২৬.	উলুবেড়িয়া	সুলতান আহমেদ	এআইটিসি	৫৫	২৬	৫৬	০
২৭.	শ্রীরামপুর	কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়	এআইটিসি	৭৫	৫৭	০	০
২৮.	হুগলি	ডাঃ রত্না দে নাগ	এআইটিসি	৮৩	১০২	১৬৩	০
২৯.	আরামবাগ	শক্তি মোহন মালিক	সিপিআই(এম)	৮৭	৭	২৭	০
৩০.	তমলুক	শুভেন্দু অধিকারী	এআইটিসি	২৬	২০	৮৯	০
৩১.	কাঁথি	শিশির কুমার অধিকারী	এআইটিসি	২৬	২০	৮৯	০
৩২.	ঘাটাল	গুরুদাস দাশগুপ্ত	সিপিআই	৮৮	৯৯	৪৯৮	১
৩৩.	ঝাড়গ্রাম	পুলিশবিহারী বাস্কে	সিপিআই(এম)	৯২	৪৩	৮২	০
৩৪.	মেদিনীপুর	প্রবোধ পণ্ডা	সিপিআই	৯০	১৭০	৫৭৪	০
৩৫.	পুরুলিয়া	নরহরি মাহাতো	এআইএফবি	৭১	৫৫	৬৪২	০
৩৬.	বাঁকুড়া	বাসুদেব আচারিয়া	সিপিআই(এম)	৮৮	১৮৬	২১৬	৯
৩৭.	বিষ্ণুপুর	সুস্মিতা বাউরি	সিপিআই(এম)	৯৪	৩৩	১২৯	০
৩৮.	বর্ধমান পূর্ব	অনুপকুমার সাহা	সিপিআই(এম)	৮৭	২০	১০০	০
৩৯.	বর্ধমান-দুর্গাপুর	শেখ সইদুল হক	সিপিআই(এম)	৯৭	১২৩	২৫৬	০
৪০.	আসানসোল	বংশ গোপাল চৌধুরী	সিপিআই(এম)	৬১	২৭	৪৩	০
৪১.	বোলপুর	রামচন্দ্র ডোম	সিপিআই(এম)	৮৩	৫৭	৯৯	০
৪২.	বীরভূম	শতাব্দী রায়	এআইটিসি	৭৫	৬	০	০

তথ্য সংগ্রহঃ লোকসভা ওয়েবসাইট

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ২৬ এপ্রিল-২ মে, ২০১৪

ভোটারদের চাহিদা অতি অল্প

প্রার্থীদের চাহিদা যাই থাকুক ভোটারদের চাহিদা অতি অল্প। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ম্যারাথন নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। অধিকাংশ আসনেই ভোটগ্রহণ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকবারেই এক একটা ইস্যু নির্বাচনে প্রাধান্য পায়। এবারেও নির্বাচনে প্রায় অন্যান্য বারের মতোই দুর্নীতি প্রধান ইস্যু হয়েছে। সাধারণ দেশের মানুষ কখনই চান না তাঁদের ট্যাক্সের পয়সা রাজনীতিকরা চুরি করে ধনী হোক। স্বাধীনতার পর দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় যাবার পর বিপুল পরিমাণ আর্থিক কেলেঙ্কারীর পাঁকে তলিয়ে যায়। মানুষের কাছে এক একটি কেলেঙ্কারীর সংবাদ ছয় মাসের মধ্যে বিস্মৃতির অন্ধকারে চলে যায়। নতুন নতুন কেলেঙ্কারীর জালে রাজনীতিকরা জড়িয়ে যান। সাধারণ মানুষ আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখতে না চাইলেও সংবাদমাধ্যম সেইসব জাহাজের সংবাদ তুলে আনেন জনতার দরবারে। স্বাধীনতার পর গ্রামস্তর থেকে শহর পর্যন্ত বহুবার নির্বাচন হয়েছে। পথঘাটের উন্নয়ন, রাস্তাঘাটে আলো, জল, একটু স্বাস্থ্য পরিষেবা, সরকারী অফিসে একটু মানবিক ব্যবহার, এই ধরনের সামান্য চাহিদা সাধারণ ভোটাররা প্রত্যাশা করেন। এমন 'দেশসেবা' করার জন্য প্রতি নির্বাচনেই প্রচুর প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্র ছেড়ে যদি পশ্চিমবাংলার প্রেক্ষিতে বিচার করা হয় তাহলেও সামগ্রিক ভারতবর্ষের একটি প্রতিরূপ উঠে আসবে। বহু জাতীয় সড়ক আজও বুকে ক্ষত নিয়ে 'জাতীয়' মর্যাদায় বেঁচে আছে। গ্রামে গ্রামে বৈদ্যুতিক আলো কিংবা সারা বছরে ১০০ দিনের কাজ অধরা বহুক্ষেত্রে হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পানীয় জলের অসুবিধা, ফেরি পারাপারের অসুবিধা দীর্ঘদিনের। শহর অঞ্চলে দূষণমুক্ত পথঘাট, আইনশৃঙ্খলা আর জিনিসপত্রের দরদাম নাগালের মধ্যে থাকলেই নাগরিক জীবন সুখী।

গণতন্ত্রের রাজসূয় যজ্ঞের একদিকে যেমন কমিশন অন্যদিকে জনগণেশ। মাঝে আছে দেশসেবার আর্তি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোটাররা অংশগ্রহণ করেন প্রত্যাশা পূরণের কামনা নিয়ে। দেশের ভোটারদের সাধারণ সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা প্রদান করতে পারলে আর কেলেঙ্কারিমুক্ত থাকতে পারলেই যে কোনও নেতানেত্রীকে দেশবাসী মাথায় করে রাখবেন। ভোটারদের ভাবনা প্রার্থীরা কতটা গুরুত্ব দেন তা ভোটাররাই ভাল জানেন।

অমৃতকথা

২১৫। যেমন কামারশালায় লোহা যতক্ষণ হাপোরে থাকে, ততক্ষণ লাল থাকে, হাপোর থেকে বার করলেই কালো হয়ে যায়, সেইরকম সংসারী মানুষ ততক্ষণ ধর্ম্মমন্দিরে বা ধার্মিক লোকের কাছে থাকে ততক্ষণ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ থাকে, বাইরে এলেই সে ভাব চলে যায়।

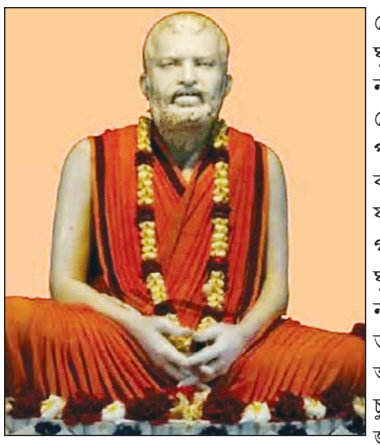

২১৬। কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারলে অস্ত্র ঠিকরে পড়ে, তার গায়ে কিছুই লাগে না। বদ্ধ জীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বলো না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পারবে না।

২১৮। পথে যেতে যেতে রাত হয়ে পড়ায় এক মেছুনি এক মালীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়, মালী যথাসাধ্য তার সেবা করল। কিন্তু কিছুতেই মেছুনির ঘুম হল না। শেষে সে বুঝতে পারল বাগানের ফুলের গন্ধে তার ঘুম হচ্ছে না। সে তক্ষুনি অাঁশ চুপড়িতে জল ছিটিয়ে নাকের কাছে রেখে ঘুমাল।

বিষয়ী বদ্ধ জীবেরও মেছুনির মতো সংসারের পচা গন্ধ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

এই নির্বাচন কি গণতন্ত্রের পক্ষে যাচ্ছে, প্রশ্ন অনেকের

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়

একবার আমার এক মাস্টারমশাই বলেছিলেন, নির্বাচনে আদর্শ স্লোগান হওয়া উচিত এরকম -

'ভোট মানেই গালাগালি, ভোট মানেই রঙ্গ
রসাতলে যাক দেশের মানুষ, আমরা যেখানে যেমন আছি,
তেমনই থাকবে বঙ্গ।'

কেন্দ্রীয় সরকার তৈরির জন্য নির্বাচন হচ্ছে, অথচ ইস্তেহার ছাড়া আর কোথাও বোঝা যাচ্ছে না, কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দু'টি বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে সকলের চোখে পড়ছে। তা হল, নির্বাচন কমিশনের নানান ধরনের আচরণবিধি। আনন্দের বিষয়, কমিশন দেশের সর্বত্র নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। অথচ তাদের ঢাল, তরোয়াল কিছুই নেই। প্রায় সবটাই তারা পরিচালনা করছে ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে। এখন ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে দেশের সব সমস্যা মিটে গিয়েছে। একমাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেই মানুষের শাপমুক্তি ঘটবে। তাই দু-আড়াই মাস আগে থেকে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে 'কোড অফ কন্ডাক্ট' চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ সরকারি-আধা সরকারি এমনকী ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের অনেককেই গত দু'মাস ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকদিন আগে একটি জরুরী কাগজ স্থানীয় রেশন অফিসে জমা দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা প্রায় দুরদুর করে তাড়িয়ে দিয়ে বললেন, যান, যান। ৩১ মে'র আগে কোনও কাজ হবে না। যে দেশে এমনিতেই সরকারের যে কোনও কাজে আঠারো মাসে বছর (যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গিয়েছে) সময় লাগে, সেখানে দু'মাস ধরে এমন শর্ত আরোপ করলে মানুষকে কি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে, তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। দিন কয়েক আগে টিভিতে সম্ভবত মালদহে একটা ভাঙা সেতু'র দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলাম। লোহার তৈরি এই সেতুর অনেকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। তার ওপর কয়েকটা বাঁশ ফেলে রাখা হয়েছে। বাচ্চা, বুড়ো সবাই কোনওমতে বাঁশের ওপর দিয়ে সেতু পার হচ্ছে। আচ্ছা এরকম কি কোনও নিয়ম নির্বাচন কমিশন করতে পারে, যদি কোনও সাংসদ বা বিধায়ক বা পৌরপিতা বা মাতা, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর তাঁর ঘোষিত কাজ শেষ করতে না পারেন তাহলে তিনি আর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না অথচ কেন করতে পারবেন না তা জানিয়ে জনসাধারণের কাছে সংবাদপত্র বা পত্রিকা বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে জানাতে হবে। যতদূর শুনেছি, একজন সাংসদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ৪০০০০ থেকে ৬০০০০ টাকার মধ্যে। তাহলে তাদের অপদার্থতার বোঝা কে বইবে এবং কেন বইবে?

দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিশন দেশের মানুষের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে তাদের মুখ্য আধিকারিকেরা কেন কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর অন্যান্য সরকারি এবং রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হবেন? তাহলে কি এই প্রশ্ন ওঠে না তিনি বা তাঁরা নির্বাচন কমিশনের অধীনে কাজ করার সময় এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। বিষয়টি নিয়ে উচ্চপদস্থ মহলে ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

নির্বাচনের প্রেক্ষিতে আর একটি বিচিত্র দিকের প্রতি পাঠক-পাঠিকাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তার আগে একটা ঘটনার কথা আপনাদের জানাতে চাই। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা করার আগের দিন (মাত্র ১ দিনের জন্য) বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে ঢাকা গিয়েছিলাম। ভোর বেলা বিমানবন্দরের গিয়ে দেখি, চারদিকে সিআরপিএফ জওয়ানে ভর্তি হয়ে রয়েছে। যাই হোক, টয়লেটের সামনে হঠাৎ কানে এল দুই সিআরপিএফ জওয়ান বাংলায় একে অপরের সঙ্গে

কথা বলছেন। সামনে এগিয়ে গিয়ে ওঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কোথায় ডিউটি পড়েছিল? বললেন, গোপীবল্লভপুর। ডেবরা, গোপীবল্লবপুর - এই নামগুলি একদা নকশাল আন্দোলনের জন্য বাঙালির কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল। আবার বললাম, কেমন ভোট হল? জওয়ান উত্তর দিলেন, একটাও ফলস ভোট দিতে দিইনি। ম্যাডামের অর্ডার। না হলে আমার তো বটেই, আমার ইনচার্জেরও চাকরি যেত। ওঁর কথায় বুঝলাম, দিল্লি থেকে সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ এসেছে, সিপিআই(এম) যেন একটাও ফলস ভোট দিতে না পারে।

এবারেও দেখছি প্রায় একই ঘটনার প্রতিফলন। একবছর আগে ১৬ এপ্রিল সারদাকাণ্ডে অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবাংলায় যখন নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে তখন এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরের (কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন) তৎপরতা চোখে পড়ছে কেন? বারো লক্ষ মানুষ যাঁরা সারদায় টাকা রেখে প্রতারিত হয়েছেন, তাদের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেটের কি গত এক বছর ধরে কোনও কর্তব্য পালন করা উচিত ছিল না।

জনগণের অনেকেরই মনে হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস যেহেতু এবারের নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি, তাই তাদের বিরুদ্ধে 'ইডি'-কে লেলিয়ে সম্মানহানি করার চেষ্টা হচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ মানুষের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকারের অর্থ কি শুধুমাত্র একদিনের জন্য কোনও দলকে ভোট দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে তো তাও থাকে না। যদিও বড়াই করে বলি আমরা বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক। প্রশ্ন আরও উঠছে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে 'ইডি' অথবা যে কোনও এজেন্সির এহেন কার্যকলাপ কি 'কোড অফ কণ্ডাক্ট'-এর মধ্যে পড়ে না।

একথা তো আজ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, প্রতিহিংসা পরায়ণতাও নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সামিল বলে গণ্য হওয়া উচিত। শেষ করার আগে আর একটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সিপিআই(এম)-এর মুখপাত্র গণশক্তি পত্রিকায় এবং তাদের প্রকাশিত 'ডায়ালে'।

এছাড়া কান পাতলেই শোনা যায়, সিপিআই(এম)-এর প্রাসাদোপম অনেক দলীয় অফিস ও নেতাদের ফ্ল্যাট তৈরি হয়েছে সারদা তথা বিভিন্ন চিটফাণ্ডের টাকায়। তাহলে 'ইডি' তাদের কাউকে সমন পাঠিয়ে জেরা করবে না কেন! অন্তত গণশক্তির সম্পাদককে তো সমন পাঠিয়ে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ, নেতাদের ইচ্ছে মতো বদলে যায় বেশ।

চেতলা পার্কে পানীয় জলের সমস্যা

পাঠকের কলমে

ছবি: অভিমন্যু দাস

আমার মতো দক্ষিণ কলকাতার চেতলা অঞ্চলে অজস্র মানুষের ফুসফুসে অক্সিজেন নেওয়ার আশ্রয়স্থল চেতলা পার্ক। সকাল বিকাল এখানে অজস্র কিশোর-কিশোরী, ক্রীড়া প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে এখানে। বর্তমানেপুরসভার উদ্যোগে এই পার্কটি সেজে উঠছে তার জন্য অবশ্যই এই সংস্থা ধন্যবাদার্হ্য। কিন্তু দুঃখেরবিষয় পার্কের পানীয় জলের একমাত্র সংস্থানটি বহু দিন অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বেশ কিছুদিন এই জলাধারটি নতুন ভাবে নির্মাণ করা হবে বলে শিলান্যাস করা হয়েছিল। কিন্তু আজ অবধি সেই কাজে হাত দেওয়া হয়নি। তবে লোকমুখে শুনতে পাই নির্বাচনের পরেই নাকি এই কাজে হাত দেওয়া হবে। আমাদের আবেদন যত দ্রুত সম্ভব পানীয় জলের এই উৎসটির সংস্কার করে আমাদের স্বস্তি দিন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

অর্জুন পাল, রাখাল দাস আঢ্যি রোড, কলকাতা-২৭।

রাজ্য রাজনীতি

নেতাজি'র নাম ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু'র নাম ও স্লোগান রাজনৈতিক কারণে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করছেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুগত বসু, নির্বাচন কমিশনে এই অভিযোগ করেছেন, 'দ্য ওপেন প্ল্যাটফর্ম ফর নেতাজি' নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের পক্ষে চন্দ্র বসু'র অভিযোগ, সুগত এক নাবালিককে

সামরিক পোশাক পরিয়ে নিজের নির্বাচনী প্রচারে নিয়ে যাচ্ছেন। এটি শিশুর অধিকারের পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, নেতাজি'র 'দিল্লি চলো' স্লোগানটিকেও সংকীর্ণ রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুনীল গুপ্ত জানিয়েছেন, অভিযোগটি তারা খতিয়ে দেখাবেন।

উত্তর পাড়ায় সভা করবেন নরেন্দ্র মোদি

আগামী ২৭ এপ্রিল রাজ্যের উত্তরপাড়ায় জলসভা করবেন বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি। এই সিদ্ধান্তে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্যের কয়েকটি আসনে সাফল্যের আশা করছে। শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উত্তরপাড়ায় নরেন্দ্র মোদি সভা রকরার মূখ্য উদ্দেশ্য হল, এখানে বিজেপি'র জয়ের সম্ভাবনা ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, এই কেন্দ্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাংশ তৃণমূলপ্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধীতা করছেন। শুধু উত্তরপাড়াই নয়, এরপরেও পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্যের আরও কয়েকটি কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি জনসভা করবেন।

সিবিআই চাইছে না রাজ্য সরকার

বুধবার ২৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের আইনজীবী সওয়াল করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে সারদা কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন নেই। অথচ ওই দিনই প্রকাশ্য নির্বাচনী জলসভায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আদালত সারদাকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের আদেশ দিলে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ সুপ্রিমকোর্টে সারা মামলার শুনানি শুরু হয়। শুরুতেই বিচারপতি টিএস ঠাকুর এবং বিচারপতি টি নাগাপ্পনের বেঞ্চে ওড়িশা সরকারের আইনজীবী গোপাল সুব্রহ্মণ্যম বলেন, রাজ্যে মোট ৪৪টি অর্থলগ্নী সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭টি সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিবিআইকে। ওই ৩৭টি সংস্থার মধ্যে সারদার নামও রয়েছে। ওড়িশার আইনজীবীর সওয়াল শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আইনজীবী ইউ.ইউ.ললিত আদালতে জানান, সারদার ৯০ শতাংশ আমানতকারীই হচ্ছেন রাজ্যের। অসম, ত্রিপুরা, ওড়িশা মিলিয়ে বাকি ১০ শতাংশ। শ্যামল সেন কমিশনের মাধ্যমে আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়ার কাজ চলছে। ওড়িশার ক্ষেত্রে সিবিআই দেওয়া হলে রাজ্যের কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এখনই সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন নেই। কারণ, তা হলে তদন্তের পাশাপাশি আমানতকারীদের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়াও ব্যহত হবে। এদিন পর্যন্ত সুপ্রিমকোর্ট রায় দান স্থগিত রাখেন।

কারাদণ্ড সিপিআই(এম) নেতা-নেত্রীদের

১০ বছর আগে ডাঃ সুশীল পাল খুন হয়েছিলেন। সোমবার ২১ এপ্রিল এই মামলায় অভিযুক্ত ১২ জন অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বাকি ৪ জনকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বিচারক এই ঘটনার রায় ঘোষণা করার পর অভিযুক্তরা চিৎকার করে বলতে থাকেন ডাঃ সুশীল পালকে খুন করেছেন তাঁর স্ত্রী কণিকা পাল। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। এই প্রসঙ্গে কণিকা পাল বলেন, ডাঃ সুশীল পাল কখনও নিজের ফোন বন্ধ রাখতেন না। কিন্তু ঘটনার দিন, ২০০৪ সালের ২ জুলাই দীর্ঘক্ষণ তাঁর ফোন বন্ধ ছিল। ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়ি থেকে তিনি শ্রীরামপুর ওয়ালশ হাসপাতালে যান। সারাদিন কোনও খবর না পাওয়ায় রাত ৮টার পরে আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি।

হত্যার কিছুদিন পরে সুবিচার পাওয়ার আশায় আইনি লড়াই শুরু হয়। সোমবার চিকিৎসক খুনের ঘটনায় জামিনে মুক্ত থাকা জয়ন্ত ঘোষ, রাজীব নাথ, বিশ্বনাথ কংসবণিক, সুরেন্দ্র অগ্রবাল, মুমতাজ খান, চন্দন ডোম এবং ডাঃ পিয়ালি দাসকে বিচার বিভাগীয় হেপাজতে নেওয়া হয়। মামলায় প্রথম থেকেই পাঁচ অভিযুক্ত সিপিএম-এর বালি জোনাল কমিটির প্রাক্তন সদস্য বিশ্বজ্যোতি বসু সন্তোষ অগ্রবাল, শুভনারায়ণ ঘোষ, অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রহ্লাদ সরকার রয়েছেন জেল হেফাজতে।

সিআইডি তদন্তে নেমে জানতে

পারে, বেআইনি গর্ভপাত করানোকে কেন্দ্র করে গোলমালের জেরে এই খুন। জানা গিয়েছে, পিয়ালি দাস নামে এক চিকিৎসকের গর্ভপাত করাতে চাননি ডাঃ সুশীল পাল। অভিযোগ, এইনযে বচসার জেরে অপারেশন থিয়েটারের মধ্যেই তাঁকে খুন করা হয়। খুনের পরে মৃতদেব সরস্বতী নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। সিপিআই(এম) নেতা বিশ্বজ্যোতি বসু বকলাম ? এই নার্সিহোমটি নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে সিআইডি দাবি করেছেন।

সরকারি আইনজীবী সন্দীপ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এই মামলায় ৮৪ জন সাক্ষী ছিলেন। সে সময়ে রাজনৈতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও একাধিক সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করা গিয়েছে।

সিপিআই(এম)-এর হাওড়া জেলা সম্পাদক বিপ্লব মজুমদার বলেছেন, দলের নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় তার আগেই তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রাজ্য সরকার যে আইনি প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেনি, এটা তারই প্রমাণ।

রাজ্যে বদলি তিন বিডিও, ১৫ ওসি

মঙ্গলবার ২২ এপ্রিল পক্ষ পাতিত্বের অভিযোগে তিন ব্লক ডেভলপমেন্ট অফিসার এবং ১৫টি থানার ওসিকে বদলির নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর-১, বজবজ-২ এবং মেদিনীপুরের এগরা-২ ব্লকের বিডিও যথাক্রমে প্রমীলা দাস রায়, ইমতিয়াজউদ্দিন মহম্মদ এবং মৃন্ময় দত্তকে বদলির নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ওইদিন সন্ধ্যায় তাঁদের 'কমপালসারি ওয়েটিং'-এ পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকেক রাজ্য পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, উত্তর ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও হাওড়া জেলার ১৫টি থানার ওসিকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে একজন জেলাশাসক ও পাঁচজন পুলিশ সুপারসহ ন'জন আধিকারিককে নির্বাচন কমিশন বদলি করেছে। এদিকে নাম না করে বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের জন্য নিযুক্ত নির্বাচন কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক সুধীর কুমার রাকেশ। তিনি বলেন, কি করে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে ভোট করতে হয় তার উপযুক্ত 'ওষুধ' আমাদের কাছে আছে। গত শনিবার বীরভূমে এক সিপিআই(এম) কর্মী খুন হন। সোমবার লাভপুরে বোমা বাঁধতে গিয়ে মৃত্যু হয় দু'জনের। এরপর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুনীল গুপ্ত'র সঙ্গে সুধীর কুমার রাকেশ দীর্ঘ বৈঠক করেন।

■*নারদ গায়েন*

ভোট দানের হার বৃদ্ধিতে কমিশনের প্রচেষ্টা

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: গত ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি রাজনীতি সচেতন রাজ্যে মোট ৮৪.৪০ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছেন। তাহলে বাকি ১৫.৬০ শতাংশ ভোটার ভোট দেননি। ভোট না দেওয়ার কারণ কী তা জানতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সার্বিকভাবে এ রাজ্যে সমীক্ষা চালায়। ওই সমীক্ষায় ভোট না দেওয়ার কারণ হিসেবে ওই ভোটাররা কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে অভাবিত ১২টি কারণের উল্লেখ করেন।

যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণটি হল 'এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস না করা।' ফলস্বরূপ, ভোট দেওয়ার প্রশ্নও ওঠে না।

ভোট না দেওয়ায় ভোটারদের মধ্য থেকে ৩৫ শতাংশ ভোটার কারণ হিসেবে এটি তুলে ধরেছেন। এই কারণে নির্বাচন কমিশন বুথ লেভেল অফিসার'-দের (বিএলও) দিয়ে যে এলাকার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম আছে সেখানে থেকে ওই সমস্ত ভোটারদের নাম বাতিল করে বর্তমান যেখানে ওই ভোটাররা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সেখানকার ভোটার তালিকায় ওই ভোটারদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করছে।

মূল কারণ দেশে ভোটারদের মধ্যে ভোটদানের হারকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া।

মুসলিম দলিত জোট গড়ে ক্ষমতা দখলের ডাক রেজ্জাকের

সেখ মইজুদ্দিন আহমেদ

বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগনা: গত ২২ এপ্রিল বারাসত কেন্দ্রের ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়ার প্রার্থী রফিকুল ইসলামের সমর্থনে চন্দ্রকেতুগড় শহিদুল্লা কলেজ মাঠে এক জনসভায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা জানালেন, তাঁর দল সামাজিক ন্যায়বিচার মঞ্চ এই দলকে নির্বাচনে পুরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছে। তাঁর আশা দলিত মুসলিমদের জোট করে ২০১৬ সালে পশ্চিমবাংলায় তিনি নতুন সরকার গঠন করবেন। তাঁর বক্তব্য, বামফ্রন্টের সঙ্গে চিন্তাভাবনার তাঁর মিল থাকলেও ভারতে জাতপাতের সমস্যার সমাধান না করে শ্রেণি সংগ্রাম হয় না। ওঁরা বলল, আপনি জাতপাতে রাজনীতি করছেন, সাম্প্রদায়িকতা আনছেন। আমি বললাম, বেশ করছি, আশি ভাগ মানুষের ভালোর জন্য করছি। বামফ্রন্টে আমার অবস্থা ছিল উল্টানো কচ্ছপের মতো। যেখানে হাত-পা ছুড়ে কোনও লাভ হত না।

২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে তিনি দলিত ৩২, মুসলিম ৩০, অন্যান্যদের নিয়ে একটি বিকল্প জোট করে সিপিএম ও তৃণমূলের মাঝে একটি বিকল্প শক্তি খাড়া করে রাজ্যের ক্ষমতা দখল করবেন। উত্তরবঙ্গ থেকে দলিতদের একজন মুখ্যমন্ত্রী হবেন এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে একজন মুসলিম উপমুখ্যমন্ত্রী হবেন।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ওয়েলফেয়ার পার্টির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ড. ইলিয়াস, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভাপতি ড. রইসউদ্দীন, রাজ্য মহিলা সভাপতি সাহাজাদি পারভিন, মথুরাপুর কেন্দ্রর প্রার্থী মন্টুরাম হালদার প্রমুখ।

এই দলের সঙ্গে জোট বেঁধেছে সিদিকুল্লা চৌধুরীর এআই ইউডিএফ, মুসলিম লিগ, রিপাবলিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া।

সী মা না ছা ড়ি য়ে

কুমায়ূনের পথে নন্দাদেবীর পদতলে

অনিমেষ সাহা

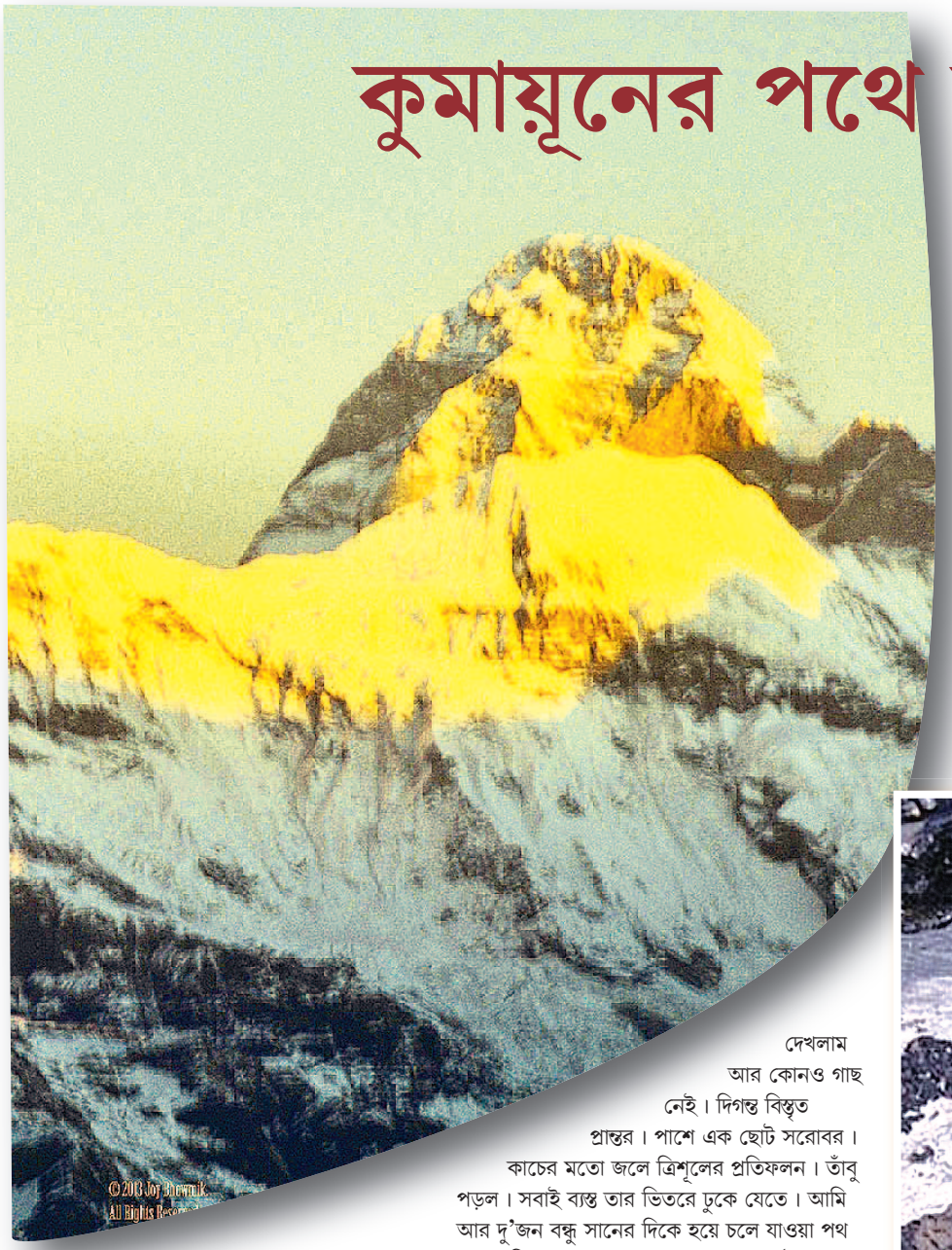

(গত সংখ্যার পর)

ঘোড়াটা দেখে সামান্য আনন্দ হলেও সেখানে তার মালিককে খুঁজে পেলাম না। তাই প্রদীপ্ত এবং সোমনাথের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগলাম। মন শক্ত করে ঠিক করলাম, উপরে উঠে দেখব। যদি তাদের না পাই তবে নীচেই দিদনা গ্রামের দিকে নেমে যাব। সেই মতো উপরে উঠতে দেখি আমাদের তাঁবুগুলি ফেলা রয়েছে। প্রদীপ্ত, সোমনাথ, সুজয়বাবু প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁবুতে ঢুকতেই দেখলাম সমস্ত শরীরটা ক্লান্তি, যন্ত্রণায় অবশ হয়ে গিয়েছে। সোমনাথ সুপের গ্লাস হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে একটু সুস্থ হতেই বাইরে বেরিয়ে এলাম। দূরে সূর্যের লাল আভা সবুজ ঘেরা পর্বতচূড়ার মাথায় পড়ে এক মায়াবি অন্ধকার সৃষ্টি করেছে।

পরদিন গন্তব্য অলিবুগিয়াল। চড়াই পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলা। এভাবেই পৌঁছানো গেল খপলুটপ। এপথের সাথী বড় বড় গাছ। যাদের মাথা পর্যন্ত শৈবালে ঢাকা, গাছ তো জীবনে অনেক দেখেছি। কিন্তু কীভাবে একগাছের ডাল অন্যের সঙ্গে আলিঙ্গন করছে যা দেখে মনে হয় কোনও এক শিল্পী নিখুঁতভাবে তৈরি করেছে। ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম অলিবুগিয়াল। পৃথিবীর মাথায় এক ন্যাড়া ছাদের কার্ণিশ ধরে হাঁটছি। ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়লে অনেক নীচে যাব, ভয় নেই, ক্লান্তি নেই, শুধু চলা আছে। পথ আছে। সে পথ দিয়ে আপাতত মিশল আলিবুগিয়াল। এখানে এসে দেখলাম আর কোনও গাছ নেই। দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। পাশে এক ছোট সরোবর। কাচের মতো জলে ত্রিশূলের প্রতিফলন। তাঁবু পড়ল। সবাই ব্যস্ত তার ভিতরে ঢুকে যেতে। আমি আর দু'জন বন্ধু সানের দিকে হয়ে চলে যাওয়া পথ ধরে এগিয়ে গেলাম। একের পর এক চড়াই উৎরাই। সোঁ সোঁ হাওয়া। কার্পেটের মতো নরম ঘাস বিকেলের রোদ পড়ে খিল খিল করে হাসছে, যতই এগিয়ে যাই হাওয়ার দাপট বাড়তে থাকে। দেবালয় থেকে তারা নেমে এসে আমাদের মনে অন্তঃপুরকে নাড়া দিয়ে যায়। ধীরে ধীরে পদযুগল স্তব্ধ হয়। কিছু প্রবেশ করার আগে চোখ দুটো অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে ত্রিশূল ও সামনে নন্দাঘুন্টিকে। মনে ভাবি ঈশ্বর কোথায় থাকেন, জানি না। এখানে থাকেন কিনা তাও জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের সেই অমর পঙক্তিগুলি মনে পড়ে –

'আমার এই দেহখানি তুলে ধর
তোমার এই দেবালয়ের প্রদীপ কর'

এতক্ষণে চারটি তাঁবু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের সরোবরটাকে মনে হচ্ছে টেথিস সাগর। তার জঠর থেকে যে এত কিছুর সৃষ্টি ভাবতেই তখন অবাক লাগছে।

ভোর হল। তাঁবুর চেন খুলে বাইরে এলাম। সূর্য উঠল। আমাদের বাঁদিকে কেদারনাথ, নীলকণ্ঠ, হাতি, চৌখাম্বা। সামনে ত্রিশুল আর নন্দাঘুন্টি। আর নীল আকাশে সারি সারি মেঘের ভেলা তৈরি হয়ে আবার বেরিয়ে পড়ার পালা। চা এল, ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হলাম। গন্তব্য বৈদিনী বুগিয়াল। সেই চড়াই উৎরাই পথের গা ঘেষে চললাম বৈদিনীর পথে। সোজা সে পথ চলেছে। ত্রিশূল আর নন্দাঘুন্টির মধ্যখান দিয়ে মাটিতে বরফ পড়ে রয়েছে। পথে মেঘ পালকের দল তাদের মেঘগুলিকে নিয়ে এগিয়ে আসছে। আমাদের দেখে কখনও তারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে। ধীরে ধীরে দুপুরের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বৈদিনী বুগিয়াল। চারিদিকে বরফে ঢাকা। যেন বিশাল একটা গল্ফ কোর্স। সামনে ছোট একটি মন্দির। কথিত আছে এই বৈদিনী বুগিয়ালে মহর্ষি ব্যাসদেব বেদ বিভাজন করেছিলেন। প্রতিবছর রাধাঅষ্টমীর দিন মা নন্দা ডোলি এখানে এনে পুজো করা হয়। এই যাত্রাকে ছোট নন্দা যাত্রা বলে।

কিন্তু কেদার সিংকে খুব চিন্তিত মনে হল। সে বলতে থাকল রূপকুণ্ড মনে হয় আমরা পৌঁছতে পারব না। কারণ সেখানে অনেক বরফ পড়ে আছে। আমাদের মধ্যেও আলোচনা শুরু হল। সবারই মন ভারাক্রান্ত, কিন্তু কীভাবে সেই পথ পার হতে পারব জানি না, কিন্তু শুধু এটা মনে হল দশমী হয়ে গিয়েছে। একাদশীতে মা চলে এসেছেন। তাঁর ঘরে আমরা তাকে দেখতে যাচ্ছি। এসব ভাবার মাঝে দেখি একজন ভদ্রলোক সবার ছবি তুলছেন। আমার সঙ্গে আলাপ হল। নাম সম্রাট মুখার্জি। দিল্লিতে থাকেন। একটু উঁচুতে মুহূর্তগুলি তুলে রাখছেন। সন্ধ্যে হয়ে এল। তাঁবুতে এসে ঢুকলাম। রাতের খাওয়া সেরে সবাই মিলে ঠিক করলাম। যেতে না পারলে কিছু খাবার নিয়ে যতদূর সম্ভব গিয়ে ফিরে আসা হবে। তাঁবুর বাইরে অন্ধকার জমাট বেঁধে সামনের পাহাড়ের অংশটুকুকে স্তব্ধ করে রেখেছে। তাঁবুর মধ্যে শুতেই নীলগঙ্গার সোঁ সোঁ আওয়াজ কানের পাশ দিয়ে বয়ে যেতে লাগল।

ভোর হতে বেরিয়ে এলাম। সামনের দেবাদিদেব। তাকে প্রণাম জানিয়ে সবাই প্রস্তুত। যাত্রার উদ্দেশে। কেদার সিং ও তার সহযোগী খাবার নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলতে শুরু করল। আবার চড়াই শুরু হল। এবার পাহাড়ের গা ধরে ধীরে ধীরে চলা। সবুজ ঘাসগুলো পা জড়িয়ে ধরে। সামনে সাদা বরফে মোড়া। ত্রিশূল যেন হাতের কাছে আসে। কখনও নন্দাঘুন্টি। আঁকা বাঁকা পথে পৌঁছে যাই পাথরনাচুনি। সেই তিন পাথর। তিন নর্তকী যাদের কবর দিয়েছিলেন রাজা যশোদয়াল সিং। এবার আমাদের বিশ্রাম। দুপুরের খাওয়া শেষ হল। দূরে কৈলুবিনায়কের চড়াই।

ছোট ঘরে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর এক পাহাড়ী বন্ধু। এমন বিকেলে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা। পাহাড়ে রূপরসের মোহে স্ত্রী, পাঁচবছরের কন্যাকে ফেলে এসেছেন। ভিডিও ক্যামেরায় ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাওয়া বিভিন্ন পাথরনাচুনিতে বসে মনে পড়ে গেল সেই প্রখ্যাত পর্বতারোহী ড. লঙস্টাফের কথা। যিনি ১৯০৫ সালে হঠাৎ হাজির হন। রূপকুণ্ডে, সেখানে পড়ে থাকা নরকঙ্কাল দেখে থমকে যান।

(এরপর এগারো পাতায়)

শরীর নিয়ে কথা

কানে পুঁজ হলে জলে নামবেন না

ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পরামর্শ নিয়ে অভিমন্যু দাসের প্রতিবেদন।*

মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যতম প্রধান ইন্দ্রিয় হল কান। আর এই কান নিয়েই যত সমস্যা। আমাদের দেশে যত লোক কানের বধিরতায় ভোগেন তার মধ্যে ৯০ শতাংশ মানুষ কানে পুঁজ নিয়ে ভোগেন। কানে পুঁজ হলেই যে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে সেটাই এখন অধিকাংশ লোক বুঝলেন না। কান ছাড়া শোনার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সেই কারণে যদি দীর্ঘদিন ধরে পুঁজ জমে থেকে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, তখন অপারেশন করে সম্পূর্ণ পুঁজ বের করে আনলেও বধিরতা থেকেই যায়। ভারতবর্ষে তা একটা সমস্যার বিষয়। আমাদের দেশে সঠিকভাবে মাইক্রোসার্জারি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। যদি ঠিকমতো মাইক্রোসার্জারি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি আছে। যদি ঠিকমতো মাইক্রোসার্জারি করা যায় তাহলে কানের বধিরতা কমে যায়। কানে পুঁজ জমাটা মূলত গ্রামের লোকেদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। কিন্তু গ্রামেই মাইক্রোসার্জারির প্রচলন নেই। আসলে মাইক্রোসার্জারি করতে গেলে যে সমস্ত দামী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তা গ্রামের হাসপাতালে পাওয়া যায় না। এটা শহরভিত্তিক চিকিৎসা।

কি করা উচিত: পুকুরে স্নান বা সাঁতার কাটলে কিন্তু পুঁজ সারে না। বরং তা আরও বৃদ্ধি পায়। কানে পুঁজ হলে বিষহরি তেল, কানচটকা তেল লাগান চলবে না। এতে রোগ কমে না। বরং আরও বৃদ্ধি পায়। প্রথম অবস্থায় ডাক্তারের কাছে গেলে তা সম্পূর্ণ সেরে যায়।

সাঁতার কাটার পর কানের জল বের করার জন্য গামছা ঢোকান উচিত নয়। জল যাতে কানে প্রবেশ না করে তার জন্য ক্যাপ লাগিয়ে জলে নামা উচিত।

পুঁজ থেকে ক্ষতি: কানে পুঁজ সাধারণত দু'ধরনের হয়। একরকম পুঁজ কানের কোনও জটিলতার সৃষ্টি করে না। অন্য আর একধরনের পুঁজ কানের জটিলতা সৃষ্টি করে। কান শরীরের এমন একটি স্থানে অবস্থিত যার খুব কাছেই আছে মাথা। অনেক সময় দীর্ঘমেয়াদী পুঁজ মাথায় চলে গিয়ে মস্তিষ্কের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করে, মেনিনজাইটিস রোগের সৃষ্টি করে। এইসব রোগ হলে কাউকে বাঁচান একটা কষ্টসাধ্য বিষয় হয়।

কানের ছোট ছোট অসুখ: কানে পুঁজ জমা একটি বড় অসুখ। কানের আরও কিছু কিছু সাধারণ অসুখ হয় যেগুলো সামান্য অবহেলায় ও অশিক্ষার জন্য ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। কানে খোল হওয়া, কানে কিছু ঢুকে যাওয়া। কানে ব্যথা হওয়া। বাচ্চাদের কানে খোল হলে বাড়িতে মায়ের চুলেরা কাঁটা দিয়ে তা খুঁচিয়ে বার করতে চায়। এতে অনেক সময় কানের পাতলা পর্দা ফেটে যায়।

ফলে তা ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। কিন্তু ডাক্তারের কাছে এলে ডাক্তার একটু ওষুধ দিয়ে অতি সহজেই তা পরিষ্কার করে দিতে পারেন। কানে কিছু প্রবেশ করলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসতে হবে। বাজারে বিক্রি হওয়া তুলোয় কাঠি দেওয়া বস্তু কানে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতেই ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। যেখানে ময়লা পরিষ্কারের জন্য বাইরের থেকে কোনও কাঠি কানে প্রবেশের দরকার হয় না। সাঁতার কাটার পর কানের জল বের করার জন্য গামছা ঢোকান উচিত নয়। জল যাতে কানে প্রবেশ না করে তার জন্য ক্যাপ লাগিয়ে জলে নামা উচিত। কানে যদি কোন ঘা, ফোঁড়া বা পুঁজ জমে থাকে তাহলে কখনই জলে নামা উচিত নয়। এতে আরও জটিলতা বৃদ্ধি পাবে।

কানে কম শোনা: কানের স্নায়ু দুর্বলতার জন্য কম শোনা যায়। কানের ভিতর যে নার্ভ রয়েছে তা দুর্বল হয়ে পড়ে কানে কম শোনা যায়। যাঁরা কারখানায় কাজ করেন তাঁদের প্রতিদিন প্রচণ্ড মেশিনের শব্দ শুনতে হয়। যা দীর্ঘদিন একটানা শুনতে শুনতে বধিরতার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু কারখানার মালিক শ্রমিকদের এই ক্ষতির কথা চিন্তা করেন না। কিন্তু যদি কানে শব্দ নিরোধক যন্ত্র লাগিয়ে কাজ করেন তাহলে তাঁদের বধিরতার হাত থেকে মুক্ত করা যায়।

অন্য অসুখ থেকে কানে অসুখ: কিছু কিছু অসুখ আছে তা হলে অনেক ক্ষেত্রে কানে কম শোনা যায়। যেমন টাইফয়েড, ম্যানেনজাইটিস, ম্যালেরিয়া। আবার কিছু ওষুধ খেলেও কানে কম শোনা যায়। ডায়াবেটিস থেকেও কানে কম শোনা যায়। বধিররাও কিন্তু একপ্রকার প্রতিবন্ধী। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। তাদের অবজ্ঞা করা কখনই উচিত নয়।

*ও বক,
এক পায়ে
দাঁড়িয়ে কেন
ভাই?
-মাছ ধরিনি
মা শাস্তি
দিলেন তাই।*

■ দিশানী নন্দী
চতুর্থ শ্রেণী,
বিদ্যাভারতী স্কুল

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

মনের খেয়াল

ম্যাজিক মোমেন্ট

স্কুলের টিফিনের ফাঁকে কিংবা স্কুল বাস রাস্তার যানযটে আটকে যাবে তখন একঘেয়েমী কাটাতে ছোট্ট ছোট্ট ম্যাজিক দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পার বন্ধুদের। জন্মদিন কিংবা বিয়ে বাড়িতে বাবা-মায়েরা যখন ব্যস্ত সামাজিকতা নিয়ে তখন তোমরা খুদে বন্ধুরা আসর জমিয়ে ফেলতে পার এইসব ম্যাজিক দেখিয়ে। এবারের পাতায় ম্যাজিক শেখালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

A	B	C	D
1	2	4	8
3	3	5	9
5	6	6	10
7	7	7	11
9	10	12	12
11	11	13	13
13	14	14	14
15	15	15	15

এবার এ আসরে তোমাদের জন্য রয়েছে অঙ্কের ম্যাজিক। এই ম্যাজিকে যে অঙ্কের চার্ট দেওয়া আছে সেটা জেরক্স করে নাও। তারপর চার্টটা কেটে সাইজ মতো বোর্ডে আঠা দিয়ে আটকে দাও। এবার তুমি খেলাটা দেখাবার জন্য তৈরি।

খেলাটা দেখবার সময় একজন দর্শককে তোমার পাশে দাঁড়াতে বল। কার্ডটা তার হাতে দাও। তাকে বল মনে মনে সে যেন ১ থেকে ১৫-র ভেতর যেকোনো একটা সংখ্যা ভাবে। মনে করা যাক সে ভাবল ১১ আর তোমাকে বলল ভেবেছি। এবার তাকে বল সে যে সংখ্যাটা ভেবেছ সেটা A,B,C,D চারটে কলামের মধ্যে কোন কোন কলামে আছে। সে ভেবেছিল ১১, তাহলে সংখ্যাটি A,B,D কলামে আছে সেটা তোমাকে দেখাবে। তখন কার্ডটার দিকে তাকিয়ে প্রায় সাথে সাথে বলে দেবে যে তার বেছে নেওয়া সংখ্যাটি হল ১১।

কি করে বললে? খুব সহজ। তোমাকে যখন সে বলল তার বেছে নেওয়া সংখ্যাটা A,B,D কলামে আছে, তখন তুমি এই তিনটি কলামের মাথার সংখ্যাগুলো মনে মনে যোগ করলে ১, ২ ও ৮ আর যোগফল পেলে ১১। এবং তুমি সাথে সাথে বলে দিলে তার মনে মনে বেছে নেওয়া সংখ্যা হল ১১। আর দর্শকরাও অবাক হয়ে গেল।

তোমাদের কোনও ম্যাজিক জানা থাকলে পাঠাও এই বিভাগে। সঙ্গে অবশ্যই বিদ্যালয়, শ্রেণি ও সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করবে।

নেতাজী'র 'স্ত্রী' বলে কোন মহিলাকে চালানো হচ্ছে?

১৯৩৫ সালের তোলা ছবি

একের পাতার পর

'চিতাভস্ম' চিত্রনাট্যের অন্যতম প্রচারক হিসেবে। নেতাজীর ভাইদের মৃত্যুর পর তাঁর 'বিবাহ-প্রেমপত্র-নানা ছবি' হঠাৎই গণমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নানা আঙ্গিকে ও নানা স্তরে। বহু নেতাজী গবেষক কখনও বিভ্রান্ত হয়েছেন, কখনও বা নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো'র প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হতে চাননি। নেতাজী অনুরাগীদের কাছে অতি কৌশলে প্রচার করা হয় এটি নেতাজীর 'ব্যক্তিগত ব্যাপার'। নেতাজী সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা সযত্নে ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক উৎসকে এড়িয়ে চলেন।

রিসার্চ ব্যুরোর প্রকাশনায় নেতাজীর রচনাবলীর সপ্তম খণ্ডে সম্পাদকদ্বয় শিশির বসু ও সুগত বসু জানিয়েছেন যে, এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি একটি সিগারেটে বাক্স ভর্তি একগুচ্ছ 'সুভাষচন্দ্রের লেখা এমিলিকে লেখা প্রেমপত্র' জমা দিয়ে উধাও হয়ে চলে যান। সেগুলি ওই রচনাবলীতে ছাপা হয়েছে এবং ভারত সরকারকেও তাঁরা দিয়েছেন। এমনকী বহুজাতিক প্রকাশনা সংস্থাও ওই প্রেমপত্রগুলি আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছে। নেতাজীর হাতের লেখা জাল করা দলিল একদা গান্ধীজি পর্যন্ত গড়িয়ে তুলেছিল এবং গণমাধ্যমে উল্লেখ হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে পরে লেখা হবে। কিন্তু শিশির বসু ও সুগত বসু সম্পাদিত সুভাষ-এমিলি পত্রগুচ্ছ সম্বলিত রচনাবলীতে কয়েকটি এমিলি-সুভাষের ছবি হয়েছে, যা মাত্র ১ বছর আগের তোলা এমিলি শেঙ্কেলের ছবির চেহারার সঙ্গে আদৌ কোনও মিল নেই। স্বাভাবিকভাবেই চিঠিগুলির মতোই নেতাজী-এমিলি ছবিগুলি সুপার ইমপোজ করা হয়েছে কিনা এ প্রশ্নেও রহস্য দানা বাঁধে। কিন্তু 'স্পর্শকাতর বিষয়' মনে করে পরবর্তীকালের বসু পরিবারের কিংবা অনেক নেতাজী অনুরাগী ব্যক্তি এমিলি'র ছবিগুলি কিংবা চিঠিগুলির প্রাথমিক উৎস এড়িয়ে গিয়েছেন। 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল' বইটি লেখার সময় জার্মানিতে ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এমিলি শেঙ্কেল স্টেনোগ্রাফার হিসেবে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রয়েছেন এমন একটা ছবি প্রকাশিত হয় নেতাজীর ভ্রাতুষ্পুত্র অশোকনাথ বসুর বই 'মাই আঙ্কেল নেতাজী' (ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত) বইটিতে ১৯৭৭ সালে। ৯০-এর দশকে সিগারটের বাক্সে হঠাৎ আবিষ্কৃত 'সুভাষ-এমিলির চিঠি'-সহ বইটিতে

১৯৩৫ সালের তোলা ছবি

নেতাজীর ছবির সঙ্গে এমিলি শেঙ্কেল বলে যে ভদ্র মহিলার ছবি দেওয়া হয়েছে (১৯৩৬ সালের মার্চে তোলা বলে উল্লেখ করা হয়েছে) তা দৃশ্যতই ধরা পড়ে। মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে 'একই ব্যক্তির' এমন পরিবর্তন অসম্ভব। পরবর্তীকালে শাড়ী পরিহিতা এক মহিলার ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কবে কোথায় ওই ছবি কে তুলেছিলেন সে বিষয়ে তারা নিরুত্তর। ছবির তারতম্যের রহস্য ভেদ করে নেতাজীর রিসার্চ ব্যুরোর বর্তমান কর্ণধার হিসেবে সুগত বসু সেই তথ্য আশা করি জনসাধারণকে

১৯৩৬ সালের তোলা ছবি

জানিয়ে তাঁর পিতৃদেব ও সংস্থার প্রতি সুবিচার করবেন। স্বচ্ছতা থাকবে নেতাজী অনুরাগীদের মনেও। নেতাজীর সমসাময়িক বসু পরিবারের সদস্যরা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন কোনও ছবি-চিঠি আবিষ্কার হয়নি। এমনকী নেতাজী'র ১০টি ঐতিহাসিক দলিলেও এ ব্যাপারে কোনও 'চিঠি' প্রকাশ করা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী দফতরের 'গোপনীয়' বিভাগের কয়েকটি চিঠি যেগুলি নেহরু, বিধান রায়, এমিলি ও বোস পরিবারের কোনও কোনও সদস্যের লেখা, তাতে স্পষ্টতই ইঙ্গিত পাওয়া যায় নেতাজীর 'স্ত্রী', 'কন্যা' ও 'চিতাভস্ম' আমদানির এক চতুর গোপন পরিকল্পনা ৫০-এর দশক থেকেই শুরু করা হয়েছিল তৎপরতার সঙ্গে। উত্তরাধিকার সূত্রে সুগত বসু'র উপর দায়ভার এসেছে এমিলি-এ্যানিটা-এয়ারক্র্যাশ তত্ত্ব বয়ে নিয়ে যাওয়ার। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশবাসীর কাছে সত্য প্রকাশ আজ জরুরী। নেতাজীর বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের চক্রান্তের স্থিতাবস্থা যতই জারি থাকুক নতুন প্রজন্ম সত্য জানতে চায়। সেখানে কোনও মিথ্যা গল্প, সাজানো ছবি, জাল চিঠি ইতিহাসের মোড়কে গণমাধ্যমে পরিবেশন করলেও তা সত্য হতে পারে না। মানুষকে সাময়িক বিভ্রান্ত করা সম্ভব, তবে চিরদিনের জন্য নয়।

লোকসভা নির্বাচনে কি নির্ণায়ক শক্তি হবেন মায়াবতী

একের পাতার পর

অব্রাহ্মণ অথচ উচ্চবর্ণের মানুষদের মধ্যে থেকে ৮ জনকে প্রার্থী করা হয়েছে। সম্প্রতি মায়াবতী বলেছেন, 'আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল, এবারের লোকসভা নির্বাচনের পরে কেন্দ্রে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক শক্তি হওয়া।' তাঁর এই বক্তব্যে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, মায়াবতী চাইছেন 'কিংমেকার' হিসেবে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। কিন্তু জনৈক বি.এস.পি নেতা বলেছেন, ২০১২ সালে মায়াবতীর এই নতুন ফর্মুলায় ভোটাররা তেমনভাবে সাড়া দেয়নি। তা সত্ত্বেও মায়াবতী মনে করেন, ব্রাহ্মণ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রার্থী করলে, কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির ভোটব্যাঙ্কে ভাঙন ধরানো সম্ভব। বিশেষত পশ্চিম এবং মধ্য উত্তরপ্রদেশের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে ১৯ জন মুসলমানকে প্রার্থী করায় অন্য দলগুলি বিপাকে পড়েছে। তাদের প্রার্থী করার আরেকটি উদ্দেশ্য হল, গত বছর মুজাফফর নগরের দাঙ্গা থেকে কিছুটা ফায়দা তোলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে বহুজন সমাজবাদী পার্টির পক্ষে ১৪ জন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবারে মায়াবতী প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক হয়েছেন। তিনি সমাজের একেবারে নিচের তলার মানুষদের মধ্যে থেকে প্রার্থী বাছাই করেছেন। উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা - মিরাট, সাহারানপুর, বেরিলি, মোরাদাবাদ এবং আগ্রায় দলের 'জোনাল কোঅর্ডিনেটর' হিসেবে মুনকাদ আলিকে নির্বাচিত করেছেন। এছাড়াও সাতজন মহিলাকেও তারা বিভিন্ন আসনে প্রার্থী করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবারের লোকসভা নির্বাচনে মায়াবতী এবং তাঁর দলের প্রথম সারির কয়েকজন নেতা প্রার্থী হননি। একসময় শোনা গিয়েছিল, মায়াবতী উত্তরপ্রদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত লালগঞ্জ থেকে প্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু নানা কারণে প্রার্থী হওয়া থেকে তিনি নিজেকে বিরত রাখেন। এ প্রসঙ্গে সমাজবাদী পার্টির নেতা শিবপাল যাদব অবশ্য বলেছেন, 'মায়াবতী নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে এসেছেন।'

মায়াবতী নির্বাচনে টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে যতই উদারতা দেখান না কেন, তিনি পরিবারতন্ত্রকে সমর্থনের ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে পারেননি। তাই দলের বরিষ্ঠ নেতা নাসিমুদ্দিন সিদ্দিকিকে টিকিট না দিলেও তাঁর ছেলে আফজল সিদ্দিকিকে ফতেপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছেন। জয়বীর সিং-এর ছেলে অরবিন্দ সিং-কে আলিগড়, রামবীর উপাধ্যায়ের স্ত্রী সীমা উপাধ্যায়কে ফতেপুর সিক্রি, স্বামীপ্রসাদ মৌর্য'র মেয়ে সঙ্ঘমিত্রা মৌর্যকে মৈনপুরী এবং সতীশ মিশ্র'র আত্মীয় অনুরাধা শর্মাকে ঝাঁসি কেন্দ্র থেকে টিকিট দিয়েছেন। অন্যদিকে বহুজন সমাজবাদী পার্টি তাদের দলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে অর্ধেককে এবারে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছে এবারে তাদের জয়ের কোনও সম্ভাবনাই নেই বললেই চলে। অথচ ২০১২ সালের বিধানসভার নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থী সদল প্রসাদ (বাঁশগাও) রাকেশ ধর ত্রিপাটি (ভাদোহি) সুভাষ পাণ্ডে (জৌনপুর), আর কে চৌধুরী (মোহনলাল গঞ্জ) এবং লালজী ভার্মাকে (সরস্বতী) এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, এক বছর আগে থেকে বহুজন সমাজবাদী পার্টি, কাদের কোন কেন্দ্রে প্রার্থী করা হবে সেই বিষয়ে নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান ও চর্চা করছে। একইসঙ্গে মায়াবতী, কেন্দ্রের সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কাদের সমর্থন করবেন তাও ঘোষণা করেননি।

পরন্তু, তিনি নির্বাচনের আগে তাঁর দল একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। তাই উত্তরপ্রদেশে অনেকে বলতে শুরু করেছেন, হাতি যদি বুঝতে পারে কার শক্তি কত তাহলে প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে। একইভাবে মায়াবতীর প্রতীক 'হাতি' নতুন কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে যদি অনেক অঘটন ঘটায়, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না।

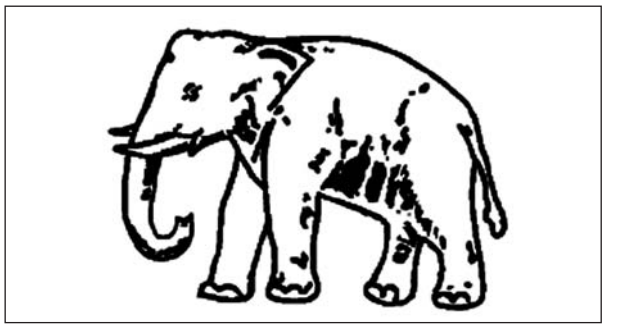

হতাশা গ্রাস করছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের

একের পাতার পর

আমাদের মতো নেতা ও প্রার্থীদের মধ্যে সমন্বয় গড়তে পারছে না। কেন্দ্রে দলের দায়িত্বে আছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের মতো ব্যক্তিত্বের কাছে নীচুতলার কর্মীরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছেন না। তাছাড়া প্রচারের সামগ্রীরও অভাব আছে। বুথের কর্মীরা অন্যান্য নির্বাচনের মতো এখনও ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন বুঝতে পারছি না। ফলত, এলাকার এক নেতা জানালেন, আগে প্রতিটি ব্লকে একটি কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয় থেকে সমস্ত কিছু পরিচালিত হত। কিন্তু এখন সেভাবে হচ্ছে না।

আমরাই জানতে পারছি না প্রার্থী কবে কোথায় যাবেন। তাছাড়া এবার পথসভাও আগের মতো হচ্ছে না। তাছাড়া এবার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর মতো হেভিওয়েট প্রার্থী হওয়ায়, অনেক নেতা-কর্মীরা মুখ খুলে সমস্ত কিছু বলতেও পারছেন না। যেমন বজবজ এলাকায় তৃণমূলে সদ্য আগত গৌতম দাশগুপ্তকে গুরুত্ব দিচ্ছেন প্রার্থী, এই বিষয়টিকে পুরনো তৃণমূলরা ভাল চোখে দেখছে না। তৃণমূলের একটি সূত্র জানাচ্ছেন

ছবি: অরুণ লোধ

সাতগাছিয়ায় বিধায়ক সোনালী গুহ'র থেকে সভাধিপতি শামিমা সেখকে ডায়মন্ড হারবারে বিধায়ক দীপক হালদারের থেকে অরুময় গায়েন ও পান্নালাল হালদারকে, ফলতায় বিধায়ক তমোনাশ ঘোষের থেকে ভক্তরাম মণ্ডলকে, মেটিয়াবুরুজে বিধায়ক মুমতাজ বেগমের থেকে খালেক ও গিয়াসউদ্দিনকে প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এর ফলে দলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চোরাস্রোত বইছে। মাঝে মধ্যে তারও বহিঃপ্রকাশও হচ্ছে। যদিও রাজনৈতিক মহলের ধারণা এতে তৃণমূলের ভোট মেশিনে কোনও প্রভাব পড়বে না। তবে এবার এই কেন্দ্রে মোদি হাওয়াও তরুণ প্রজন্মকে যথেষ্ট নাড়া দিচ্ছে। কংগ্রেস এই কেন্দ্রে কোনও ফ্যাক্টর হবে না। তবে তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি ত্রিমুখী লড়াই হবে। সিপিএম গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কিছুটা ভাল ফল করায় তারা বাড়তি অক্সিজেন নিয়ে বুথে বুথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আর বুথে বুথে তৃণমূল কর্মীরা কিছুটা হলেও হতাশ। তাঁদের অধিকাংশের এখন বক্তব্য - অভিষেক জিতবেই, তবে মার্জিন কিছুটা কমবে। অন্যদিকে সিপিএমের নেতা-কর্মীদের বক্তব্য এবার লড়াইয়ে থাকব আমরা। অন্যদিকে বিজেপির আত্মবিশ্বাস এই কেন্দ্রে আমরাই তৃণমূলের মূল প্রতিপক্ষ, তৃতীয় স্থানে থাকবে সিপিএম। নতুন করে সারদা কাণ্ড আবার বিরোধীদের অক্সিজেন জুগিয়েছে। যতদিন যাচ্ছে, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের লড়াইটা কিছুটা হলেও ধোঁয়াশা হয়ে যাচ্ছে।

সৌন্দর্য্যায়ন হলেও চাপানউতোর রবীন্দ্র সরোবর ঘিরে

অভিমন্যু দাস

২০০২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরকে জাতীয় উদ্যানের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী সরোবরের সংস্কারের জন্য ৪ কোটি

টাকা বরাদ্দ হয়। সেই অর্থে সরোবরের প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। চার বছর ধরে সেই উন্নয়নের কাজ চলেছিল। সম্প্রতি বর্তমান রাজ্যসরকার আবারও ১০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে রবীন্দ্র সরোবরের সৌন্দর্য ও উন্নয়নের জন্য। প্রথম পর্বের কাজ ঢাকুরিয়া অঞ্চলের দিকের জলাশয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। ইতিমধ্যে কেআইটির তত্ত্বাবধানে পুরনো রেলিংকে বদলে দিয়ে নতুন রেলিং বসানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই সরোবরের এক প্রান্তে অবস্থিত লোটাস পার্কটিকেও একইভাবে নতুনভাবে সাজানো হচ্ছে। পার্কে মাটিতে বিদেশি ঘাস বসানো হচ্ছে। যা আগামী কয়েকমাস পরেই এই পার্কের চেহারাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দেবে।

রবীন্দ্র সরোবরের উন্নয়ন ও বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে অনেকেই নানা কথা বলছেন। নিয়মিত যারা এই সরোবরে প্রাতঃভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণ করতে আসেন তাঁদের কারও কারও মত আগের থেকে লেকের পরিস্থিতি অনেক বদলে গিয়েছে। এখন লেক অনেক বেশি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। নিয়মিত লেকে দু'বেলা ভ্রমণ করতে আসা অবসর প্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মনে করেন, বর্তমান লেকের চেহারা অনেক সুন্দর ও মনোরম। চারিদিকে কংক্রিটের জঙ্গলের মাঝে এইরকম একটা চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'বেলা এসে একটু বুকভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার মতন স্থান আর নেই। আবার জয়ন্ত রায় চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারের এক কর্মীর মতে, সৌন্দর্য্যায়নের নাম করে লেককে একটা জেলখানায় পরিণত করা হচ্ছে। কারণ, চারপাশের এতো উঁচু উঁচু প্রাচীর তোলার বিরোধী তিনি। লেকের নিরাপত্তার জন্য নতুন পাঁচিল নির্মাণের পক্ষেই রায় দিচ্ছেন আর এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা রেণু দেবী। রেণু দেবীর কথার বিপরীত প্রতিধ্বনি শোনা গেল সাঁতারের প্রশিক্ষক প্রেমময় বিশ্বাসের কণ্ঠে। তাঁর মতে, চারিদিকে এতো বড় বড় পাঁচিল তুলে দিয়ে লেককে একটা জেলখানার খাঁচায় পরিণত করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা লেকের জলে সাঁতার কাটায় অভ্যস্ত ছিলাম। আজ কয়েকবছর হল লেকের জলে সাঁতার কাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অনৈতিক কাজ মেনে নেওয়া যায় না। বর্তমান লেকের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বেঙ্গল রোয়িং ক্লাবের প্রবীণ সদস্য রূপেন লাখোটিয়া'র মুখে কেআইটি-এর বিরুদ্ধে নানান কথা শোনা যায়। তাঁর মতে, কেআইটি যদি ঠিক মতো দেখাশোনা করে তাহলে লেকের হাল আরও বদলে যাবে। লেকের জলে ব্রিজের ওপর দিয়ে প্ল্যাস্টিক ফেলা বন্ধ করা যাচ্ছে না। বার বার কর্তৃপক্ষকে ব্রিজের ধারে ফেন্সিং-এর বেড়ার জাল লাগাবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা এই বিষয়ে বড্ড উদাসীন। এর জন্য ক্লাবগতভাবে অর্থ দিয়ে সাহায্যের কথাও বলেছিলাম। গত বছর আমরা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কয়েক ট্রাক ময়লা ব্রিজের তলা থেকে তুলেছিলাম। বহু বছর ড্রেজিং হচ্ছে না। ফলে রোয়িং করা খুবই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। নিয়মিত জলের ঝাঁজি তোলা হয় না। ফলে রোয়িং করার ক্ষেত্রে খুবই সমস্যা হয়। আগে থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশি হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বছর দু'য়েক হল সরোবরের টালিগঞ্জের দিকের জলে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ঝর্ণা বসানো হয়েছে। যা রোয়িং করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ঝর্ণাটি অনায়াসে লোটাস পার্কে বসানো যেত এবং তার থেকে কিছু অর্থ উপার্জন করা যেত। জানি না কেআইটি কর্তৃপক্ষ কি ভেবে এই ঝর্ণাটি এখানে বসিয়েছে।

সরোবরের নানান সমস্যা প্রসঙ্গে কেআইটি'র এক আধিকারিক বলেন, রাজ্য সরকার সরোবরের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য যে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে তার প্রথম পর্যায়ের কাজ ঢাকুরিয়া ঢাকুরিয়া অঞ্চলের জলাশয়ের দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই লোটাস পার্ককে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। রেলিং বদল হচ্ছে। পুরনো রেলিং বদল করে নতুন রেলিং বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। ব্রিজের ধারে লেকক্লাবের দিকের অংশে ফেন্সিং লাগানোর কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। নির্বাচনের জন্য ঝাঁজি তোলার টেন্ডার ডাকা সম্ভব হয়নি। তাই একটু সমস্যা চলছে। আশা করছি খুব শীঘ্রই এই সমস্যা মিটে যাবে। ইতিমধ্যেই ব্রিজের একটি দিকে উঁচু ফেন্সিং-এর অনুমোদন হয়ে গিয়েছে। নির্বাচন পর্ব মিটে গেলেই সমস্ত কাজ শুরু হবে। চেষ্টা করছি একইসঙ্গে ব্রিজের দু'দিকে কাজ করার। সরকারি কিছু নিয়মের বেড়াজালে আটকে গিয়ে তা অনেকক্ষেত্রে করা সম্ভব হয় না। ড্রেজিং করা প্রয়োজন ঠিক কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কিছু বাধা থাকার দরুণ তা করা সম্ভব নয়।

লেকের জলে যে লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের ঝর্ণা বসা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, তার জন্য কেআইটি দায়ী নয়। কারণ এই ঝর্ণা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বসিয়েছে। তারা মনে করছেন এতে লেকের জল ভাল থাকবে। সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে অতিরিক্ত বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে ২৪ ঘণ্টা নজরদারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু সমস্যা আছে এবং তা দূর করা সম্ভব নয়। কারণ, এখনও লেকের ধারে রেললাইনেরর পাশ থেকে বস্তি উচ্ছেদ করা সম্ভব হয়নি। ফলে পুরোপুরি সমস্যা মুক্ত সরোবর কখনই সম্ভব নয়। আগামী দিনে লেককে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য অনেক পরিকল্পনা আছে। যা খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত হবে।

কুমায়ূনের পথে নন্দাদেবীর পদতলে

(আটের পাতার পর)

তারপর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. ডি এন মজুমদার থেকে অনেকে গবেষণা করেন। ১৯৫৫ সালে স্বামী প্রণবানন্দ রূপকুণ্ড অভিযান করেন পরে বগুনাবাসায় তিনি একটি কুটিরও তৈরি করেন। বিভিন্ন মতামত তাতে উঠে আসে। কিন্তু বেশিরভাগ বিশ্বাস করেন তীর্থ যাত্রীদেরই মৃতদেহাস্থি সেগুলি। এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ অভিজিৎ বলে উঠল। যাবে নাকি আর একটু ওপরে। রাজি হলাম। সুজয়বাবুর মতো চাইলাম। তারপর দু'জনে মিলে এগিয়ে যাওয়া। অবাধ্য ছেলের মতো কোনও নেশায় সুজয়বাবুর বেঁধে দেওয়া সময়ের বাইরে হাঁটতে শুরু করলাম। সারা পথ বরফে আবৃত। পায়ের অনেকটাই তার ভিতর ঢুকে যায়। আমাদের চৌদ্দ জন দলের কেউ আর আমাদের সঙ্গে নেই। হঠাৎ উপরে তাকাতেই দেখলাম আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। ধূসর মেঘটা যেন কৃষ্ণবর্ণ হয়ে উঠল, আমরা তখন হেঁটে চলেছি। একটি পাথর বাঁক উপরে উঠে যেতেই পাথরের উপরে বরফে পা দিয়ে অভিজিৎ উঠে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ বলে উঠল। অনিমেষ আর উঠতে হবে না ওপাশে খালি খাদ। আর সমস্ত পথে পাঁচফুট করে বরফ পরে গিয়েছে। ওপর থেকে নামতে গিয়ে বরফের মধ্যে খানিকটা ঢুকে গেল। তখন আকাশ জুড়ে শুধু সেই কৃষ্ণবর্ণ মেঘের তাণ্ডব। ওপরে দেখলাম পর্বতশীর্ষে বরফ পড়তে শুরু করেছে। তাই দেরি না করে প্রাণপণ ছুটতে লাগলাম নীচের দিকে। মাঝে মাছে পা হড়কেও যেতে লাগল। ফিরে আসলাম পাথরনাচুনি। তখন সবাই চলে গিয়েছে। আমরাও তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলাম। ফিরে এলাম বৈদিনীবুগিয়াল। পিছনে তখন বরফ পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলাম কি ভয়ঙ্কর স্থানে আমরা চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু

মনে তখন অপার আনন্দ, তাঁবুতে ঢুকে বসেছি। সুজয়বাবু আমাদের বকতে লাগলেন। সত্যিই ভুল হয়েছিল। হিমালয়ের সঙ্গে জোর চলে না। তিনি যদি দয়া করে তার দ্বার খুলে দেন তবেই দর্শন মেলে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হল। নীলগঙ্গার শব্দের সঙ্গে এক অপার আনন্দ মিশে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে দিল।

আজ লোহাজঙ্গ ফেরার পালা। সকালের খাবার খেয়ে দেবাদিদেবকে প্রণাম জানিয়ে ফেরার পথে পড়ল ভোলিবীর, ভগবানের বিশ্রামের স্থল। তারপর গেরিলি পাতাল, নীলগঙ্গা, রণকবীর ও শেষে ওয়ানগ্রাম। পৌঁছেও গেলাম লোহাজঙ্গ। আবার সেই ঘর যেখান থেকে যাত্রার সূত্রপাত হয়েছিল। আবার ভোর হল। লোহাজঙ্গ ভোরের আলোয় স্নান করে সিক্ত বস্ত্রে বসে রয়েছে তার রূপলাবণ্য নিয়ে। ওই যে সারি সারি বাড়িগুলি। ওইদিকে স্কুল। ছাত্ররা চলেছে স্কুলে। পাশে কিছু লোক আলু ওজন করছে। আর দূরে সেই মন্দির প্রাঙ্গণ! সেই সেখানে লোহাজঙ্গ অসুর বধ হয়েছিল। পিছনে ধ্যানমগ্ন শৃঙ্গরাজি আর দূরে সেই পথ। যে পথ মিশে যাবে বৈদিনী, বগুয়া ছাড়িয়ে রহস্যময় রূপকুণ্ডের পথে।

কাঁঠালিয়ার পুতুল শিল্প বিলুপ্তির পথে

ভিক্টর ঘোষাল • কাঁঠালিয়া (মুর্শিদাবাদ)

মাত্র তিন দশক আগেও কাঁঠালিয়ার পুতুল বিখ্যাত ছিল সমগ্র রাজ্যে। এখানকার মানুষ কয়েক পুরুষ ধরে মৃৎ-শিল্পের কাজ করছেন। কিন্তু আজ সেই পুতুল শিল্প স্থান পেতে চলেছে ইতিহাসের পাতায়।

শিল্পীরা বলছেন, এই পুতুলের আজ কোনও বাজার নেই। তাই বর্তমান প্রজন্ম ক্রমশই আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে এই পুতুল বানাতে।

তাঁরা এখন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, পুজোর সামগ্রী এবং প্রতিমা তৈরি করে জীবিকা পালন করছেন। তবে মসজিদের মিনারের চূড়া তৈরিতে তাঁদের বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। তাঁরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানসহ বিদেশেও যান এই চূড়া তৈরি করতে।

৯৭ বছর বয়সী ফুলবাসীনি পাল বলেন, তাঁর হাতে তৈরি গোয়ালিনী, জেলে, যাঁতা পেষাইকারী, ধান ভাঙানী পুতুল বিখ্যাত ছিল। কিন্তু তাঁর উত্তর পুরুষেরা আর কেউ এই কাজে আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

দিন গুণছেন মা-বোনেরা

একের পাতার পর

পরিবার পরিজনরাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন দীর্ঘ বছর ধরে। ২৬ নভেম্বর, ২০০৪-এ উদ্বোধন হওয়া দুটি ব্লক মিলিয়ে মোট ৩২টি কোয়ার্টার রয়েছে এই আবাসনে। কিন্তু দীর্ঘ ১০ বছর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেশিরভাগই বসবাসের অযোগ্য। সরকারি কর্মচারী হওয়ার বাসিন্দারা সাহস করে মুখও খুলতে পারছেন না, প্রতিবাদও করতে পারছেন না উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। তাই বাধ্য হয়েই এই বেহাল আবাসনে দিন কাটাচ্ছেন আলিপুর, বিষ্ণুপুর, ব্যারাকপুর ও রাজ্যপুলিশের বিভিন্ন থানার এ.এস.আই, এস.আই, কনস্টেবল এবং প্রশাসনিক কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা জানান, 'দশ বছর আগে তৈরি হওয়া এই আবাসনে একবারও মেরামতি হয়নি। দেওয়াল থেকে পলেস্তরা খসে পড়ছে, পেরেক লাগাতে গেলে চুন-বালি খসে পড়ে। আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই, দুর্গন্ধ সহ্য করেই আমাদের থাকতে হয়।'

শুধু থাকার অযোগ্য পরিবেশই নয়, এই গরমে পানীয় জলের সঙ্কটেও পড়তে হচ্ছে এখানকার বাসিন্দাদের। আবাসনের একমাত্র গভীর নলকূপ খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাসিন্দারা বিভিন্ন দফতরে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার পানীয় জলের গাড়ি এসে জল সরবরাহ করে যায় আবাসিকদের। আবাসনের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা শুক্লা রায় হতাশ সুরে জানান, 'এখানে থাকার চেয়ে ভাড়া বাড়িতে থাকা অনেক ভাল। পানীয় জলের জন্য আমরা অনেক ঘোরাঘুরি করেছি। আমরা আবাসনের মহিলারাই মহাকরণ, পূর্তদফতরে গিয়েছি। গত নভেম্বরে কাজও শুরু হয়, কিন্তু কিছুদিন পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্তদফতর থেকে জানতে পারলাম, যা টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তা যথেষ্ট নয়।' এখন শেষপর্যন্ত আবাসিকরা নিজেরাই বাধ্য হয়ে নলকূপ সারানোর চেষ্টা করছেন। আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাসিন্দারা নিজেদের টাকা দিয়ে একজন কেয়ারটেকার পর্যন্ত রেখেছেন। স্থানীয় কাউন্সিলার শিপ্রা ঘটকের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'এ-বিষয়টি আমাদের হাতে নেই। তবু জলের সমস্যা মেটানোর জন্য আমরা জলের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' এদিকে, সরকারহাটের আবাসন বেহাল দশায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও সরসুনাতেই নতুন আবাসন 'অনসুয়া' তৈরি করে ফেলেছে পশ্চিমবঙ্গ আবাসন পর্ষদ। একই অঞ্চলে যেখানে একটি আবাসনে প্রাণ হাতে নিয়ে দিন কাটে বাসিন্দাদের, সেখানে নতুন আবাসন তৈরি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে বাসিন্দাদের মনেই প্রশাসনের প্রতি প্রশ্ন উঠে পড়ছে।

মাঙ্গলিকী

একগুচ্ছ সাহিত্য পত্রিকা

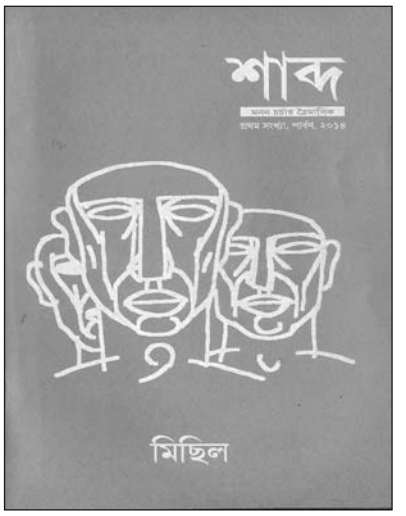

অগ্নিকোণ (সম্পাদক - সীমা গুপ্ত, বইমেলা ১৪২০) নেতাজী নগর, কলকাতা - ৯২ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির এই সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ সম্পাদিকার লেখা বাংলা ভাষার ঊষাকাল শীর্ষক তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধটি। সমীর দাশগুপ্তের নিবন্ধটি বাংলার লোক-সংস্কৃতির (প্রসঙ্গ আলকাপ) রত্ন সন্ধান। অণু গল্পে ভারতী দাশশর্মা মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, সুশান্তি দে'র গল্পটিতে মজা তেমন জমল কই! কবিতায় প্রদীপ গুপ্ত, বিধান সাহা, কালী শঙ্কর বাগচী, শ্রীকান্ত সরকারের কথা উল্লেখ করতেই হয়। শেফালী সরকারের বিবেক মন কবিতার প্রথম লাইন (তোমার বিবেক কতটা কেঁদেছে বল) সরাসরি মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রচ্ছদটি ছিমছাম তবে শিল্পীর নাম ছাপা হয়নি কেন জানা গেল না।

শাব্দ (প্রধান সম্পাদক কল্যাণ চৌধুরী, সম্পাদক কেয়া চট্টোপাধ্যায়, প্রথম সংখ্যা পার্বণ ২০১৪) একযোগে নুঙ্গী-মহেশতলা-বহরমপুর থেকে প্রকাশিত আনকোরা নতুন একটি ত্রৈমাসিকের যাত্রা শুরু হল। অনবদ্য আঙ্গিকের রেখাচিত্রের প্রচ্ছদ শিল্পী প্রধান সম্পাদক কল্যাণ চৌধুরী। মিছিল বা শোভাযাত্রার উপর রচিত তিনটি ভিন্নধর্মী সংক্ষিপ্ত নিবন্ধগুলি অভিনব। প্রণব সেন, সৈয়দ হাসমত জালাল ও দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধুবাদ জানাতেই হয়। সুজাতা সেন-এ আত্মজা ছোটগল্পটিতে ফ্ল্যাশব্যাক মেলোড্রামাই প্রাধান্য পেয়েছে, শেষ পর্বে ব্যতিক্রমী কোনও মোড় তো নিতেই পারতো! অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপর রচিত নিবন্ধটি বড়ই সংক্ষিপ্ত। কবিতাগুলি সুলিখিত, সুপটুভাবে রচিত যা আজকাল কমই চোখে পড়ে। সোইংকা সিনহা'র মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ কথাও ভাল লাগে।

সায়াহ্নে (প্রধান সম্পাদক বিনয় দত্ত, পৌষ ১৪২০) পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা-৯৩ থেকে প্রকাশিত প্রবীণ'দের নিজস্ব ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি প্রায় দশটি বছর পার হয়ে এলো। এই সংখ্যাটি প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী মান্না দে'র প্রতি উৎসর্গীকৃত। রঞ্জিত মুখার্জি ও ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্ধনের

অরূপ রতন

কলমে মান্না কথার চূর্ণী-পান্না। আরতি দে, প্রদীপ গুপ্তের কবিতার গভীরতা মনে দাগ কাটে। ছোট গল্প দুটি (পিংকি, পরাগ কথা) কিছুটা হতাশ করে, সেভাবে মনে দাগ কাটলো না। ছাপা ঝরঝরে।

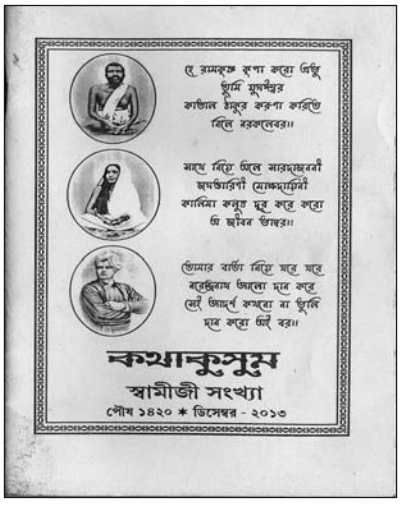

কথাকুসুম (সম্পাদক - বাণী দাস, পৌষ ১৪২০) রাজারামপুর-শীতলাতলা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা) থেকে প্রকাশিত পত্রিকার এই সংখ্যাটি বিশেষ স্বামীজী সংখ্যা। বিবেকানন্দের প্রতি উৎসর্গীকৃত কবিতা ও মূল্যবান নিবনধ ঠাঁই পেয়েছে। লিখেছেন ড. কল্যাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রব্রাজিকা নির্বেদপ্রাণা, ড. বলাই চাঁদ হালদার, দীপক কুমার বড়পণ্ডা, কালিদাসী মণ্ডল, ড. নলিনীরঞ্জন কয়াল, শেফালী সরকার প্রমুখ। সন্তোষ কুমার বর্মণের বিলে নাটিকাটি সুলিখিত। সেই সঙ্গে গত এক বছর যাবত স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষ পালনের নানা অনুষ্ঠানের বিবরণী ও ছবি ছাপা হয়েছে। সম্পাদকের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ছাপ সর্বত্র চোখে পড়ে।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন পত্রিকা (সম্পাদক অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, আশ্বিন ১৪২০) বিধান সরণী, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত। অশোক কুমার রায়ের বিদ্যাসাগর ও বাঙালির বর্ণপরিচয় নিবন্ধটি বিস্মৃতি-প্রিয় বাঙালির কাছে প্রয়োজনীয়। ত্রৈলোক্যনাথের উপর রচিত অনিলকুমার দাশের নিবন্ধটি গোড়াতেই মুদ্রণ-প্রমাদে বেপথু। কবিতায় সৈয়দ কওসর জামাল, অনিল দাঁ ও শুদ্ধেন্দু চক্রবর্তী এগিয়ে থাকবেন। গল্প দুটি পাঠকদের প্রত্যাশা জাগাতে ব্যর্থ। ছাপা সুন্দর।

জ্ঞান ও চেতনা (সম্পাদক নমিতা মিশ্র, পৌষ ১৪২০) কান্দরা (কাটোয়া) থেকে প্রকাশিত পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যাটি কবি জ্ঞানদাস সংখ্যা হিসেবে উৎসর্গীকৃত। তাঁর উপর রচিত চাঁদ রায়, মীনা রায় ও সীমা গুপ্তের নিবন্ধগুলি পরিশ্রম-জাত। কৃষ্ণা বসু ও তপন বৈরাগ্য জ্ঞানদাসের প্রতি প্রণাম জানিয়েছেন তাঁদের কবিতায় অন্য কবিতার মধ্যে দাগ কাটে বিধান সাহা, প্রবীর জানা, কৃষ্ণেন্দু দাসঠাকুর, প্রদীপ গুপ্ত ও অদৃশ্য নাথ। প্রবীর আচার্যের সুদীর্ঘ গল্পটি পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে। সুকুমার মণ্ডলের হাসির গল্পটি কিছুটা অক্সিজেন যোগায়। পাতায় পাতায় কম্পোজে অক্ষরের আয়তনের হেরফের বড্ড দৃষ্টিকটু। সম্পাদকীয়ও বড় দীর্ঘ।

পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সভা

সম্প্রতি একটি সভায় ২২ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন। রঞ্জিত দাসের উদ্বোধন সঙ্গীত দিয়ে (সবারে করি আহ্বান) আসর শুরু। পরে তিনি স্বরচিত কবিতা ও শোনান। সংগঠনের সভাপতি ড. অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন স্বাগত ভাষণে আজ ইকবাল, রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ও টিপু সুলতানের জন্মদিনের কথা উল্লেখ করে সভাকে ইতিহাস-সমৃদ্ধ করলেন। এরপরে সকলে স্মৃতি চারণার সমাপ্তি হিসেবে উঠে দাঁড়িয়ে প্রয়াত মান্না দে'র প্রতি ১০ মি. নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা জানালেন। তার আগে মান্না দে'র সম্বন্ধে বহু না জানা কথা বললেন তারাশঙ্কর দত্ত। স্বরচিত কবিতাও শোনান। যথারীতি এদিনও আসর জমানো, মন মাতানো ও সামাজিক খোঁচা দেওয়া রম্যরচনা

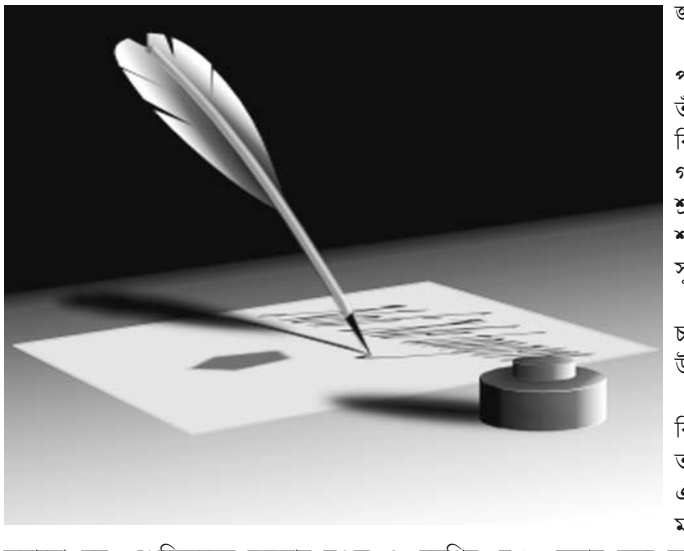

শুনিয়েছেন সুকুমার মণ্ডল ও দেবপ্রিয় দে। ভারত উপমহাদেশের মাদারি জাদুকরদের নিয়ে এক ঐতিহাসিক ইংরাজি নিবন্ধের বাংলা অনুবাদ শোনালেন সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন যাঁরা স্বরচিত কবিতা পাঠে আসরকে সমৃদ্ধ করলেন তাঁরা হলেন প্রবীর নন্দী, অনিমা বিশ্বাস, প্রদীপ গুপ্ত প্রমুখ। বিবিধ গানে উজ্জ্বল ছিলেন নবকুমার, শ্রাবন্তী রায়, মিনু প্রধান মণ্ডল, শান্তনু মিত্র। ছড়ায় উজ্জ্বল ছিলেন সুজিত দেবনাথ।

যথারীতি বাচিক শিল্পী উদয় চক্রবর্তী আবৃত্তিতে ছিলেন উজ্জ্বল।

সভাপতি ড. বর্ধন নানান বিষয় নিয়ে আলোচনায় তাঁর তথ্যপূর্ণ মতামত দিয়ে আসরকে এক বিশেষ মাত্রা দেন। প্রতি মাসে এই সাহিত্য সভার ব্যবস্থা করার জন্য আহ্বায়ক সুসাহিত্যিকক সুকুমার মণ্ডলকে অভিনন্দন।

ধ র্ম

গঙ্গার তীরে সমতট ভূমির আদিতীর্থ কালীঘাট

(১২ এপ্রিল সংখ্যার পর)

সেকালে তাহাদিগকে সকলেই বড় ভয় করিত, কারণ তাহারা দেবীর নিকট নরবলি দান করিত, তাহাতে তখন কেহই তাহাদের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইত না। শোনা যায় যে, ওই স্থানের অধিকারীগণের পূর্বপুরুষ অত্যন্ত পীড়িত হইয়া দেবীর স্বপ্নাদেশে সেই জায়গায় তাঁহার মন্দির ছিল জানিতে পারে ও তাঁহার পূজাদি করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি ওই বংশের সকলেই পৃথক হইয়া গেলে তাহারা পৃথক পৃথক কালীপূজা করিয়া থাকে। তাহারা দুর্গাপূজা সেরূপ করে না। বর্তমান বসতবাড়ি হইবার পূর্বে ওইখানে সাগর দত্তের পাটের কল ছিল, উহাতে তিনবার আগুন লাগিয়াছিল ও বর্তমান বসত বাড়িতে বজ্রাঘাত করে।

প্রমথনাথ মল্লিক জানিয়েছেন, কালীকা-থা থেকে কালীকাথা পরে কলিকাতা হয়। তিনি আরও জানিয়েছেন, কালীদেবী কবে কলিকাতা হইতে কালীঘাট যান তাহার সবিশেষ তথ্য বগত হওয়া দূরহ। এরপর তিনি অনুমান করে বলেন, বর্তমান পানপোস্তার উত্তরে দেবীর মন্দির ও পাকা ঘাট ছিল এবং এই পাকাঘাটই বাঁধানো বলে পাথুরিয়াঘাটের নাম হয়।

কিন্তু এই নাম পাথরে বাঁধানো থেকে হয়নি। হয়েছে অন্য কারণে। ধর্মানন্দ মহাভারতী 'বঙ্গের রাজবংশ' গ্রন্থের 'কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা' রাজবংশ অধ্যায়ে পাথুরিয়াঘাটার নামকরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,

বিহার, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি নানাস্থানে কূলটাকামিনী অথবা ব্যবসায়িনী বেশ্যার অপর নাম পাথুরিয়া। পতিতাদের পশ্চিমের মানুষজন ভদ্রভাবে 'পাথুরিয়া' নামে সম্বোধন করে। পুরাণ প্রসিদ্ধ অহল্যা, যিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাপমুক্তা হয়েছিলেন, কুলটাপরাধে অভিশাপগ্রস্তা হয়ে পাথরে পরিণত হন। এই পাথর শব্দ থেকে পাথুরিয়া শব্দের উৎপত্তি। হিন্দি ভাষায় 'ঘাটা' অর্থে পাড়া, পল্লী অর্থাৎ মহল্লা বোঝায়। সেই অর্থে পাথুরিয়া শব্দের সঙ্গে ঘাটা যোগ হয়েছে বলে ধরে

নেওয়া যেতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কালীঘাট ইতিবৃত্ত' বইতে অন্য ধরনের কিংবদন্তীর সন্ধান পাওয়া যায়।

'শঙ্করাচার্য মঠের দশনামী সম্প্রদায় ভুক্ত আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সন্ন্যাসী বহুস্থান পর্যটন করিতে করিতে একদা ব্রহ্মনন্দগিরির আশ্রমে (নীলগিরি পর্বতে) উপস্থিত হইলেন। নবাগত সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মনন্দগিরি পরমযত্ন সহকারে তাঁহার আদর যত্ন ও অতিথি সৎকার করিলেন। অনন্তর তাঁহার ওই স্থানের আগমনের উদ্দেশ্য ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মচারী নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আমি দেবী-ভাগবতে ও লিঙ্গ পুরাণাদি মাঠে অবগত হইয়াছি যে, দক্ষযজ্ঞের পর সতীদেব বিষ্ণুচক্র দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, উহা এক একটি মহাপীঠে পরিণত হইয়াছে এবং কালীঘাট নামক স্থানে পূজিত দেবীর দক্ষিণপদাঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহা সকল পীঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতীর্থ। ওই স্থানে দেবাসুর যুদ্ধের সময় পদ্মযোনি ব্রহ্মা বহুকাল যাবত তপস্যা করিয়া অভিলাষিত ফললাভ করিয়াছিলেন। আমি বহুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে উক্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট লাভের নিমিত্ত তপস্যাচরণ করিতেছিলাম। একদা রাত্রি শেষে মহামায়া দশম বর্ষীয়া কুমারী রূপে আবির্ভূতা হইয়া আমাকে বাক্য প্রতিপালন কর। আমি বহুকাল্যবধি জনমানবহীন নীলগিরি পর্বতে ব্রহ্মনন্দগিরি নামক এক কঠোর তপস্বীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া এক শিলাস্তম্ভে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তুমি শীঘ্র এই ব্রহ্মানন্দ গিরির নিকট গিয়া তাহাকে বুঝাইয়া সেই শিলাস্তম্ভসহ তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস এবং তুমি যে বেদীতে বসে তপশ্চর্য্যা করিতেছ এই ব্রহ্মবেদীর ওপর আমার ওই শিলাতে মূর্তিময় কালী অঙ্কিত ও স্থাপন করিয়া জনমানবে আমার মাহাত্ম্য প্রচার কর। আমি এস্থানে করালবদনা কালীরূপে আবির্ভূতা হইব। সন্নিকটে যে হ্রদ দেখিতেছ তাহার নৈঋত কোণে আমার দক্ষিণ পদাঙ্গুলি চতুষ্টয় পাষাণ অবস্থায় নিমজ্জিত রহিয়াছে। উহা উদ্ধার করিয়া বেদীমূলে নিহিত করিও। ঈশাণ কোণে গভীর অরণ্যে পীঠাধীশ নকুলেশ লিঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহাতেও আবিষ্কার করিও। যাও তুমি অনতিবিলম্বে আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর।'

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলে... বহুদিবস যাবৎ অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া... অদ্য আপনার দর্শন লাভ করাতে ব্রহ্মময়ীর চরণোদ্দেশ্যে আমার মস্তক অবনত হইতেছে। সন্ন্যাসীদ্বয় দৈববাণী অনুযায়ী শিলাস্তম্ভের ওপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং কতক্ষণ পরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার তীরবর্তী কালীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন... তদনন্তর তাঁহার দেবীর আদেশানুযায়ী ওই শিলাস্তম্ভে (দৈর্ঘ্য ১২ হাত প্রস্থ ২ হাত বেড় দেড় হাত) কালিকামূর্তি অঙ্কিত করিয়া বেদীর ওপর স্থাপন করিলেন এবং প্রত্যহ যথাবিধি পূজার্চনা করিতে লাগিলেন।'আত্মারাম কাশীশ্বরের সমসাময়িক বলে অনুমান করা হয়। কাশীশ্বর কেশবরামের বাবা শ্রীমন্তের (১৬২৫-১৬৮১) ভাই।

■ *হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়*

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

যাওয়ার আসার পথে-পথে

সংরক্ষণ নিয়ে কোন্দল

দীপককুমার বড়পন্ডা

সেদিন শিয়ালদহ বনগাঁ লোকাল ট্রেনটা দমদম স্টেশনে এসে এক নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর একজন বললেন, 'আজকাল ট্রেনে চলা দায় হয়ে গিয়েছে। এ ট্রেনতো চলতেই চায় না। সব অপদার্থের দল...।' তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়ে আর একজন যোগ করলেন, 'অপদার্থ ছাড়া পদার্থ কোথায় পাবেন, এখন রেলের সব বড়পোস্টেই আদিবাসী বসিয়ে দিয়েছে।' বিজ্ঞের মতন আর একজন বললেন, 'এই আদিবাসী তোষণ করতে গিয়ে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। গোটা ভারত আজ অযোগ্য অপদার্থ আদিবাসী অফিসারে ভরে গিয়েছে। কথা বলতে পারে না, দু'কলম লিখতে পারে না, সব অফিসার হয়ে গিয়েছে।' আলোচনাটা ক্রমশ আদিবাসীদের বাপ-বাপান্তে রূপ নিল। আর শোনা যায় না ভেবে বললাম, আপনাদের কাছে কি এরকম কোনো তথ্য আছে, রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মধ্যে কতজন আদিবাসী? একজন বললেন, 'আরে মশায়, এত হিসেবে

কী আছে, আগেওতো ট্রেন চলত নাকি, কই তখনতো এত অসুবিধা ছিল আদিবাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা কি ঠিক? আর আগে অসুবিধা হত না, এখন হচ্ছে, মানেই আদিবাসীরা ঢুকেছে বলে এই অসুবিধা, এটা ঠিক নয়। বেশ স্যুটেড ব্যুটেড একজন বললেন, 'চাকরিতে সংরক্ষণের জন্য এই সমস্যা, এতে আর ভাবার কী আছে।' বললাম, অসংরক্ষিত পদে যাঁরা চাকরি করছে, তাঁরা সবাই যোগ্য, বাকিরা অযোগ্য, এই ধারণা ঠিক নয়। এর সঙ্গে বললাম, একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এইভাবে পাবলিকলি আলোচনা করাটা ঠিক কাম্য নয়। ওদের একজন বললেন, বেশি পাকা, জ্ঞান দিচ্ছে। আর একজন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, ততক্ষণে ট্রেনটা চলতে শুরু করল দমদম ক্যান্টনমেন্টের দিকে। সেই মানুষদের আলোচনাটাও বন্ধ হল। আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে গেল।

পরের দিন সকালে নিত্যযাত্রীদের মধ্যে এই আলোচনাটা করছিলাম। আমার এক সহযাত্রী সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, তপশিলি জাতিভুক্ত তিনি। তিনি ক্ষেপে উঠলেন আমার বিরুদ্ধে। বললেন, 'আপনি ঠিক বলেননি। জানেন, এই আদিবাসীদের জন্য কত চাকরিতে কত পোস্ট পড়ে থাকে! বাবুদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থী নেই, তাও অপেক্ষা করতে হবে।' রাগে গজ গজ করতে করতে উনি আরও বললেন, 'আদিবাসীদের কোনওভাবেই তোল্লা দেওয়া উচিত নয়।' শান্তভাবে বললাম, 'সে তো লোক আপনাদের বিরুদ্ধেও বলে। সিডিউল কাস্ট না বলে, বলে সোনার চাঁদ।

ওরা অভিযোগ করে, আপনাদের জন্য সংরক্ষণের কারণে অনেক সাধারণ জাতির মানুষ চাকরি কিংবা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হয়। কী বলবেন এই ব্যাপারে?' ট্রেনটা মাঝেরহাট ঢুকল, সেদিন থেকে তিনি আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন। বারে বারে মনে হল, ড. বি আর আম্বেদকর-এর সংরক্ষণ নীতির বিষয়ে বিস্তর আলোচনা প্রয়োজন। সমাজে কোথাও যেন ফাঁক তৈরি হচ্ছে। সংরক্ষণের পক্ষে যে সমাজ-রাজনীতিটা কাজ করছিল, সেটা যেন আজ আমরা ভুলে গিয়েছি। সংরক্ষণ সংক্রান্ত আলোচনা আরও খোলামেলা পরিবেশে হওয়া দরকার। পক্ষে-বিপক্ষের মতামত নিয়ে সুস্থ গঠনমূলক আলোচনা হওয়া জরুরী।

শুধুমাত্র সস্তা রাজনীতি করলে, কিংবা ট্রেনে-বাসে একে অপরকে গালি দিলে আমাদের দেশের মঙ্গল হবে না।

এজেন্ট চাই

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যারা আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে চান সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ফোন করুন এই নাম্বারে ঃ

৯৮৭৪০১৭৭১৬

গ্রাহক হোন

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

৯৮৭৪০১৭৭১৬

নারকীয় পরিবেশ হাওড়া ময়দানে

বৈশালী সাহা ● হাওড়া

জেলা শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম অঞ্চল হাওড়া ময়দান। বাসস্ট্যান্ডের পাশে শরৎসদনকে ঘিরে রয়েছে হাওড়া আদালত, জেলা হাসপাতাল, হাওড়া পৌরপ্রতিষ্ঠান, থানা, ডাকঘর, মহিলা কলেজ, একাধিক স্কুল ও স্টেডিয়াম। তার সঙ্গেই রয়েছে ঘিঞ্জি জনবহুল অজস্র দোকানপাট। তার ওপর রাস্তার ধারে সারি দিয়ে খাবার দোকান। জেলার অধিকাংশ সরকারি বেসরকারি অনুষ্ঠান হয় শরৎসদনের হলে। সামনে একফালি মাত্র রাস্তা। সেখান দিয়ে সারা দিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত এবং অনেকগুলি রুটের বাসের সর্বক্ষণ আনাগোনা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অতিথিরা গাড়ি নিয়ে প্রত্যেক বিকেল-সন্ধ্যে গেটের সামনে হাজির হন। পাশেই বাস ডিপো। সেখানে ফুটপাথ জুড়ে বাসের কর্মীদের আড্ডা ও অশ্লীল বাক্যালাপ। ফুটপাথের পাশেই শৌচাগার, দুর্গন্ধ, দেওয়াল জুড়ে পানের পিক। পাশেই স্কুল ও মহিলা কলেজ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। তার ওপর এখন আবার শুরু হয়েছে মেট্রো প্রকল্পের কাজ। ফলে সম্পূর্ণ অঞ্চলটি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মানুষের ভিড় ও যানজটে এক বীভৎস রূপ নেয়।

এই অঞ্চলে আসতে হয় না এমন কোনও হাওড়াবাসী নেই। এ-

প্রসঙ্গে হাওড়া পৌর প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উপদেষ্টা বলেছেন, অনেকবার পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কেএমসিআরএল-কে জানানো হয়েছে।

মির্জাপুর-বাঁকিপুর স্টেশন যাত্রা দুঃস্বপ্ন নিত্যযাত্রীদের কাছে

প্রিয়া সাঁতরা● হুগলী

সিঙ্গুর ব্লকের অন্তর্গত মির্জাপুর-বাঁকিপুর রেল স্টেশন ব্যবহার করতে হয় স্থানীয় অনেকগুলি গ্রামের অধিবাসীদের। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ মামুদপুর, বিরামনগর, পলতাগড়, সিঙ্গুর প্রভৃতি। প্রত্যেকদিন অজস্র ছাত্রছাত্রী এবং চাকুরিরত মানুষেরা যাঁরা চুঁচুড়া থেকে কলকাতা যাতায়াত করেন তাঁদের একমাত্র অবলম্বন পূর্ব রেলওয়ের এই স্টেশন। অথচ গ্রামগুলি থেকে এই স্টেশনে আসার রাস্তাগুলির অবস্থা এককথায় অবর্ণনীয়। অধিকাংশ রাস্তাই মাটির এবং জোড়াজীর্ণ ও খানা-খন্দলে ভরা। একমাত্র সিঙ্গুর থেকে মির্জাপুর-বাঁকিপুর স্টেশনে আসার রাস্তাটি পিচ ঢালাই করা। কিন্তু পরিচর্যার অভাবে রাস্তার প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নেই। অজস্র গর্ত এবং ফাটলের ওপর দিয়েই প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হয় নিত্য যাত্রীদের। সিঙ্গুর থেকে বারুইপাড়া'র দিকে যে পথটি গিয়েছে তাতে এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর একটি করে ট্রেকার মেলে। বাকি রাস্তাগুলোয় বাস বা অটো রুট কিছুই নেই। এমনকী সাইকেল রিক্সাও দুর্লভ। সিঙ্গুর-বারুইপাড়ার ট্রেকারটিতেও গাদাগাদি করে উঠতে হয় স্কুল পড়ুয়া কিশোর-কিশোরী থেকে বৃদ্ধ অসুস্থ সকলকেই। বাদুরঝোলা হয়ে জরাজীর্ণ রাস্তায় বিপদজনকভাবে প্রায় নৃত্যরত হয়ে ছুটে চলে সেই ট্রেকার। নিত্যযাত্রীদের যাতায়াতের একমাত্র উপায় ব্যক্তিগত সাইকেল বা বাইক। ভোট এসেছে গিয়েছে। কিন্তু এই এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার কোনও উন্নয়ন হয়নি। প্রতিবছর ঘটা করে ১০০ দিনের কর্মপ্রকল্প শুরু হলেও কোনও উন্নতির চিহ্নই চোখে পড়ে না এই এলাকায়। একে তো রাস্তা বেহাল তার ওপর কোনও ল্যাম্পপোস্ট বা আলোর ব্যবস্থা নেই। ইভটিজিং এখানকার নিত্য ঘটনা। সন্ধ্যের পর প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে হয় ছাত্রী ও কর্মী নিত্যযাত্রী মহিলাদের।

ঝিনেমা-টিনেমা

মনোনয়ন পেশ করছেন দীপক আধিকারী (দেব)।

ভূপেন হাজারিকার চরিত্রে প্রসেনজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রুদালী'র পরিচালক কল্পনা লাজমি প্রায় চার দশক ধরে ভূপেন হাজারিকাকে একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন। তাই বলিউডে যখন মাস্টারদা সূর্যসেন, মিলখা সিং, মেরি কম এদের নিয়ে বায়োপিক তৈরির প্লাবন চলছে তখন মহেশ ভাট ভূপেন হাজারিকার বায়োপিক করতে গিয়ে সঠিকভাবেই কল্পনা লাজমিকেই উপযুক্ত পরিচালক রূপে নির্বাচিত কলেছেন। চিত্রনাট্য মহেশ নিজেই লিখেছেন। প্রযোজনার দায়িত্বে পূজা ভাট। কিন্তু সবথেকে বড় খবর যেটা তা হল, প্রসেনজিৎকে এই ছবির জন্য নির্বাচন।

শোনা যাচ্ছে, জাতিস্মরে অ্যান্টনি কবিয়ালের চরিত্রে টলি সম্রাটকে দেখে মহেশ এক মুহূর্ত দেরি করেননি প্রসেনজিৎকে নির্বাচিত করতে। ছবিটি নাকি ইংরেজি, বাংলা এবং অসমীয়া তিনটি ভাষায় হবে। বাংলাতে ছবির নাম কালবৈশাখী, ইংরেজিতে টেম্পেস্ট এবং মহান সঙ্গীতকারের মাতৃভাষা অসমীয়াতে নাম হচ্ছে ধুমুহা।

জন্মশতবর্ষে অজয় কর

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তিনি। কাজের মধ্যেও বসে আত্মমগ্ন হয়ে হঠাই যেন চারপাশের গোলযোগ থেকে কোথাও হারিয়ে যেতেন তিনি। স্টুডিও মহলে কেউ কেউ বলতেন কাননদেবীর প্রতি তাঁর লুকানো ব্যর্থ প্রেম-ই তাঁকে এরকম আত্মভোলা করে তুলেছিল। শোনা যায়, চারের দশকের শেষদিকে কাননদেবীর সঙ্গে অজয় করের প্রেম তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজ্যপালের এডিকম হরিদাস ভট্টাচার্যকে বিয়ে করেন কাননদেবী। তৎকালে মধ্যগগনে থাকা এই নায়িকা নিজের একটি ছবি প্রযোজনার সময় প্রোডাকশনের কাজে অজয়বাবুকে মুম্বাই পাঠিয়ে দেন। তারপরই হঠাৎ রাতারাতি বিয়ে করে ফেলেন হরিদাসবাবুকে। স্টুডিও মহলে কানাকানি। তারপর থেকেই অজয় কর মাঝেমধ্যেই এরকম অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন।

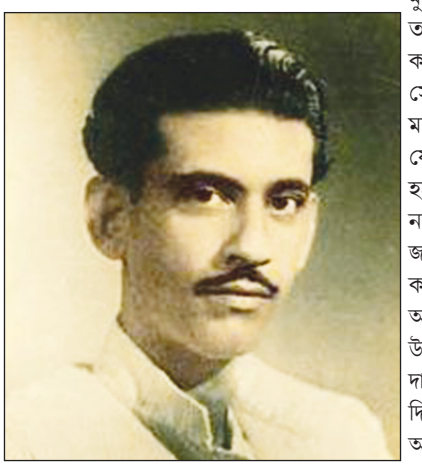

ক্যামেরাকে যে কীভাবে শিল্পের তুলির মতো ব্যবহার করা যায়, ক্যামেরার সার্থক প্রয়োগে ছবিকে অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়া যায়, তা বিমল রায় কিছুটা দেখালেও সুব্রত মিত্র'র আগে অজয় করই বাংলা চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। আউটডোর শ্যুটিং না করে চলন্ত গাড়ির দৃশ্য কীভাবে স্টুডিওতে ব্যাক প্রজেকশন করে দেখানো যায় তা চারু রায়ের প্রতীক ছবিতেই অজয় কর সফলভাবে দেখান। তার আগে টলিউড জানত না ব্যাক প্রজেকশন কি জিনিস এবং এই ব্যাক প্রজেকশন বাঙালির মনে স্মরণীয় হয়ে আছে তার নিজের পরিচালিত 'সপ্তপদী' ছবিতে 'এই পথ যদি না শেষ হয়' গানে। 'ভুলি নাই' ছবিতে বিকাশ রায় অভিনীত মহানন্দা চরিত্রের জটিল মানসিক অবস্থা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝাতে সম্পূর্ণ রীতি বিরোধী লেন্স ব্যবহার করেছেন তিনি।

জিঘাংসা ছবি দিয়ে সম্ভবত তাঁর পরিচালনার কাজ শুরু। শার্লাক হোমসের গল্প হাউন্ড অফ দ্য বাস্কার ভিলস অবলম্বনে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত 'জলার পেত্নী' গল্প নিয়ে তৈরি এই ছবিতে কুয়াশার ভিতর আলো আঁধারির রহস্য তখন বাংলা ছবির দর্শকদের মধ্যে হৈ হৈ ফেলে দিয়েছিল। গত শতকের পাঁচের দশকের প্রথমদিক থেকে ছবি তৈরি করা শুরু করলেও তাঁর প্রথম সুপার-ডুপার হিট ছবি ১৯৫৭'র হারানো সুর। এরপর করেছেন সপ্তপদী (১৯৬১), সাত পাকে বাঁধা ('৬৩), শুনো বরনারী ('৬০), কাচ কাটা হীরে ('৬০), অতল জলের আহ্বান ('৬২), পরিনীতা ('৬৯), কায়াহীনের কাহিনী ('৭২), দত্ত ('৭৬)। এছাড়াও করেছেন গৃহপ্রবেশ ('৫৪), বড়দিদি ('৫৭), মাল্যদান ('৭১), নৌকাডুবি ('৭৯), খেলাঘর ('৮৯)। তাঁর কাছে পরবর্তীকালে যেসব বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফাররা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাঁরা বলেছেন, রিয়েলিস্টিক লাইটিং তিনি সবসময় করতে চাইতেন না। রোমান্টিক ছবিতে নায়ক-নায়িকার মুখকে যাতে অন্যভাবে দেখানো যায় তার জন্য বিভিন্ন ধরনের আলো করতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, সুচিত্রা সেনের মুখকে করে তুলতে হবে মাখো মাখো। তার জন্য ঠিক যেরকমের আলো দরকার তাই হবে। সপ্তপদী ছবিতে ওথেলো নাটকে উত্তম ও সুচিত্রা দু'জনের জন্য দুরকমের আলো ব্যবহার করেছিলেন। এমনকী আলাদা আলাদা লেন্সও ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য কাননদেবী তাঁকে একদা যে দামী লেন্স উপহার দিয়েছিলেন তাই দিয়েই সপ্তপদী শ্যুটিং করেছিলেন অজয় কর। এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালে অজয় কর সংক্রান্ত এক সাক্ষাৎকারে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ প্রোডাকশন ম্যানেজার এক গল্প শুনিয়েছেন। হারানো সুরের লোকেশন দেখতে উত্তম কুমারকে সঙ্গে নিয়ে মহানায়কের প্রিয় হলিডে স্পট তোপচাঁচি চলেছেন করবাবু। হঠাৎ এক ঝরনার ধারে গাড়ি থামিয়ে মন দিয়ে ঝরনার ছবি তুলতে শুরু করলেন। জলের তল থেকে ভেসে ওঠা বুদবুদের এই শট ব্যবহার করেছিলেন ছবির টাইটেল দৃশ্যে। আজও যে দৃশ্য সিনেমার শুরুতে আমাদের দেখে মনে হয়, চিন্তার গহীনখাদ থেকে স্মৃতির বুদবুদ ফুটে উঠছে। হারানো সুর ছবির শুরুকে ক্যামেরার মাধ্যমেই সঠিক লয়ে এইভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। দুঃখের বিষয় বাংলার সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক ও ভারতীয় চিরকালের সর্বকালের অন্যতম সিনেমাটোগ্রাফারকে নিয়ে আজঅবধি কোনও গবেষণামূলক কাজ দূরে থাক তাঁর স্মৃতিও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। এমনকী গুগল খুঁজলেও তাঁর দু-চারটে ছবির টাইটেল কাস্টিং ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। বাংলা ছবি আজ যখন নিজেকে ফিরে পাওয়ার প্রবল লড়াইয়ে ব্যস্ত তখন অজয় করের মতো মহৎ শ্রষ্টাদের নিয়ে সঠিক ইতিহাস লেখা বড় প্রয়োজন।

অর্থনীতি

বাজার ছন্দে চললেও নির্বাচন নিয়েই উৎকণ্ঠা

অনিমেষ সাহা

আবার যেন গরম তাওয়ায় ফেলে ভেজে নেওয়ার উপক্রম। কেন জানি না আবার মূল্যবৃদ্ধি এবং শিল্পবৃদ্ধির সূচকে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। অবশ্য তার প্রভাব সেভাবে পড়েনি ভারতীয় শেয়ার বাজারে। কিছুটা দামের সংশোধন ঘটিয়ে আবার বাজার বাড়ছে। চলছে তার নিজস্ব ছন্দে। এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই ছন্দ কতদিন থাকবে এবং আদপে এই ছন্দের পিছনে অন্য কোনও কারণ কাজ করছে কিনা। যখন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন বাজার নিজেদের ক্রমাগত সংশোধন ঘটাচ্ছে তখন ভারতীয় বাজার দেখাচ্ছে অন্য রূপ, আসলে চীনের ওপারও সেভাবে আস্থা রাখতে পারেনি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা। এই বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ধরনটাই অন্যরকম।

২০০৮ সালেও যেমন ক্রমাগত বিনিয়োগের ফলে ভারতীয় বাজার ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী ছিল। আবার সময় অনুযায়ী নিজেদের বিনিয়োগের টাকা ঘরে তুলতে তারা পিছপা হয়নি।

আর তার কারণে হয়েছিল বড় বড় ধরনের পতন। এই বারও দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রতিদিনই ১০০০ থেকে ২০০০ কোটি টাকার মতো বিদেশি বিনিয়োগ ভারতীয় বাজারে হয়ে চলেছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় ২০০৮ সালের মতো এবার সাধারণ মানুষের বিনিয়োগ খুবই কম। তাই বাজার নিয়ে সেভাবে উঠে পড়ে কেউ কিছু করতেও পারছে না। বাজার বেড়েছে বলে নতুন বিনিয়োগকারীরা যেমন ভয় পাচ্ছেন তেমনি পুরনো বিনিয়োগকারীদের টাকা এখনও ফেরত আসেনি। যার ফলে বাজার নিয়ে সেভাবে উৎসাহ নজরে পড়ছে না। আর যেভাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কেনার সঙ্গে দেশি মিউচুয়াল ফান্ডদের বেচে দেওয়া বা বিদেশিরা বেচলে দেশি ফান্ডদের কেনাকাটি নতুন তালে চলছে ভারতীয় বাজার। আর দামের সংশোধন অর্থাৎ কিছুটা কম দেখলেই যখন রে রে শব্দ উঠছে তখন বাজার আবার উর্ধ্বমুখী হচ্ছে। তাই তলে তলে ভরসা জোগাচ্ছে।

কিন্তু নিছক বিনিয়োগকারীদের মতে এইভাবেই বাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে। যখন তারাও বাজারের স্থায়ীত্ব দেখে বিনিয়োগের জন্য ছুটে আসবে আর তাতেই পাতা থাকবে মরণ ফাঁদ। তাহলে তো এ প্রশ্ন উঠবে তবে কি কেউ বিনিয়োগ করবে না। অবশ্যই তা নয়। বিনিয়োগ করতে হবে নিয়ম মেনে। খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলির শেয়ার বাজারে আছে যেমন বাড়ি, তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ, গণমাধ্যম, ব্যাঙ্ক, লৌহইস্পাত আরও অনেক। এদের মধ্যে কোনও ক্ষেত্রের দামের সংশোধন হচ্ছে সেটা লক্ষ্য করতে হবে। যেমন কিছুদিন ধরে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের শেয়ারগুলির সংশোধন হল তাই তার মধ্যে যে শেয়ার রয়েছে, ইনফোসিস, টিসিএস, টেক মহিন্দ্রা বা উইপ্রো। তেমনই অন্য যে ক্ষেত্রের শেয়ার সংশোধন হবে সেই শেয়ার তুলতে হবে এভাবেই চলবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিনিয়োগ।

আর ভোট বাদ্যি তো বাজছে। নরেন্দ্রমোদি সরকার গড়লে নাকি বাজারে ধনতেরাস হবে অর্থাৎ আরও বাড়বে। এসব খবর থাকা সত্ত্বেও বাজারকে পেতে হবে ভয়।

তাই বিনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে সতর্ক।

মাটি ও মানুষ

গরমে সবজিতে পোকার আক্রমণ রুখুন

এই গরমে পোকার উৎপাত যথেষ্টই বেড়েছে। কৃষিবিদরা বলেন, বেশি তাপমাত্রায় সবজিতে লেদা পোকার তুলনায় শোষক পোকার আক্রমণই বেশি দেখা দেয়। উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এই পোকার আক্রমণে গাছের পাতা কোঁকড়াতে শুরু করে। ক্রমে গাছ নষ্ট হয়ে মরে যায়। এই পোকা দমনে প্রতিলিটার জলে ২-৩ মিলিমিটার ১০০০০ পিপিএম নিমজাতীয় কীটনাশক মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

এছাড়া সবজিতে রাসায়নিক দেওয়ার সময় নিমতেল মেশালে পোকার আক্রমণ ঠেকানো যায়। চিরুনি পোকা, সাদা মাছির উৎপাতেও সবজি চাষের বেশ ক্ষতি হয়। চিরুনি পোকার হামলায় বিবর্ণ হয়ে পাতাসহ আক্রান্ত পুরো গাছটি শুকিয়ে যায়। প্রতি লিটার জলে দেড় মিলিলিটার ফিপ্রনীল জাতীয় ওষুধ গুলে গাছে ছিটিয়ে দিলে এই পোকা ঠেকানো সম্ভব। সাদা মাছি দমনে প্রতি ৫ লিটার জলে ১ গ্রাম অ্যাসিটেমাপ্রিড জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হয়। এইসময় লঙ্কা গাছে পোকার আক্রমণ খুব বেশি দেখা যায়। প্রতি লিটার জলে ২-৩ মিলিলিটার প্রোপারজাইড জাতীয় ওষুধ বা দেড় মিলিলিটার ফেনপাইরকসিমেট জাতীয় ওষুধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

এখন গরমেও মিষ্টি কুমড়ো চাষ হচ্ছে

আগে কেবলমাত্র শীতকালেই এই চাষ হত। কিন্তু এখন গরমেও মিষ্টি কুমড়ো চাষ শুরু হয়েছে কৃষি বিজ্ঞানের কল্যাণে। এমনিতেই পশ্চিমবাংলার সব জেলাতেই মিষ্টি কুমড়োর চাহিদা প্রচুর। তাছাড়া প্রতিবেশি রাজ্যগুলি উত্তরপূর্ব ভারত এমনকী হিন্দি বলয়েও মিষ্টি কুমড়ো খাওয়ার প্রবণতা ভালই। তাই গরমে কুমড়োর চাষ এখন লাভজনক।

কুমড়োর ডালপালা ৫-৬ মিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। তাই জমিতে ভেলি তৈরি করার জন্য অন্তত ৬-৭ মিটার জায়গা ছাড়তে হয়। তবে একটা কথা এই চাষে জলের ব্যবস্থা কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রাখতে হয়। প্রতি একর জমিতে ৫-৬ টন গোবরসার এবং ২ কুইন্ট্যাল নিমের খোল ভেলির ভিতরে ছড়িয়ে দিতে হয়। তারপর ভেলির মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে দিতে হয়। বীজ লাগানোর সপ্তাহখানেক আগে আড়াই কেজি পটাশ, দশ কেজি ফসফেটসার হাল্কা করে দিতে হবে যাতে মাটির ভিতরে না যায়। প্রতিটি কেয়ারির দূরত্ব ৫০ সেমি. রেখে বীজ বুনতে হয়। বীজ বোনার ৪ দিনের মধ্যে অঙ্কুর বেরোয়। খেয়াল রাখবেন, চারা বেরোনোর সময় সেটি যেন সোজাভাবে বের হয়। গাছের ওপরের দিকের শাখাগুলি প্রয়োজন মতো ছাঁটতে হয়। একটা ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে, জমি জল পাওয়ার পরই আগাছা জন্মালেই সঙ্গে সঙ্গে যেন উপড়ে ফেলা হয়। চার গজানোর প্রথম ১ মাস পর তারপর আরও ১৫ দিন পর পটাশ নাইট্রোজেন ও নিম খোলের সার দিতে হয়।

সময় আসছে তিল চাষের

এই গরমের পর যখন অল্প অল্প বৃষ্টি শুরু হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই মাটি ভিজে গিয়ে তিল চাষের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তৈল বীজের ঘাটতি কমাতে চাষিদের এখন তিল চাষের ওপর জোর দিতে হবে। দক্ষিণবঙ্গ যদিও তিল চাষের পক্ষে উপযুক্ত কিন্তু লবণাক্ত ও অম্লযুক্ত মাটিতে তিল চাষ করা খুব সমস্যা। আরও একটা ব্যাপারে সাবধান হতে হবে তা হল, তিল চারার গোড়ায় জল জমলে চারা মরে যায় তাই জমিতে জলনিকাশীর সুব্যবস্থা চাই। এ-রাজ্যের দুই প্রজাতির চাষ বেশি হয়। রমা ও তিলোত্তমা। ৮০ দিনে এই তিল পেকে যায়।

তাই ঘোর বর্ষা শুরু হলে তিল কাটা ও তোলায় অসুবিধা হয়। তিলের দানা পুষ্ট হলে তাতে তেল নিষ্কাশনের ক্ষমতা বেড়ে যায়। ১ হেক্টর জমিতে অন্তত ১৫ কুইন্ট্যাল তিল পাওয়া যায়। তেল দেওয়ার ক্ষমতা বেশি সাবিত্রী তিলের। হেক্টরে এই তিলের আড়াই কেজি বীজ লাগে। এই জাতের তিল পাকতে সময় লাগে দেড় মাস। কার্বেন্ডজিম গ্রুপের ওষুধ জলে গুলে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হয়। লাঙল দেওয়ার পর ১ হেক্টরে ৩০০ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫০ কেজি ফসফেট, ৪৫০ কেজি পটাশ, ৪০ কেজি সালফার দরকার। বীজ বোনার সময় নাইট্রোজেন আধাআধি ও পটাশ পুরোপুরি দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। চারা একটু বড় হলেই আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে। মনে রাখবেন, বর্ষা শুরু হয়ে গেলেই বেশি বৃষ্টিতে তিল ভিজে নষ্ট হয়ে যায়।

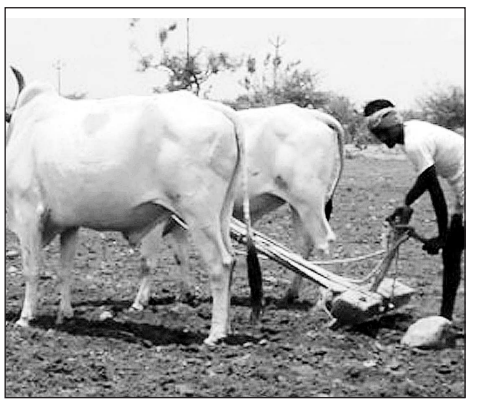

জেলার খবর

শব্দদূষণের অভিযোগ

মৌমিতা বসু • বজবজ

হুগলী নদীর তীরে বজবজ পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত গৌড়ীয় সেবাশ্রম নামে একটি ধর্মীয় সংস্থা।

স্থানীয় কিছু মানুষের অভিযোগ, এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৯টা অবধি ৬৫ ডেসিবেলের বেশি মাত্রায় মাইক বাজিয়ে খোল করতাল সহযোগে প্রার্থনা ও সঙ্গীত চলে।

ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অসুবিধাসহ অসুস্থ মানুষেরাও অস্বস্তি বোধ করেন এই প্রবল শব্দে। কিছু মানুষ নাকি স্থানীয় থানায় অভিযোগও জানিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে বজবজ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জানালেন, ধর্মীয় কারণে চট করে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার অসুবিধা আছে।

কিন্তু নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে তাঁরা অবশ্যই প্রতিকার করবেন।

গঙ্গাচেরিতে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জীবনতলা: গঙ্গাচেরি গ্রামের বাসিন্দা এক গৃহবধূ জমির স্যালো মেশিনের পাম্প খারাপ হয়ে যায়।

তার প্রতিবেশি লোকমান সেখ ঘুটিয়ারি শরিফে নিয়ে গিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঢুকিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

গত ১৯ এপ্রিল ওই গৃহবধূ জীবনতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ লোকমান সেখকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গৃহবধূকে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

বেঙ্গালুরুর জয় অক্সিজেন দেবে ভারতীয় ফুটবলকে

সঞ্জয় সরকার

বেঙ্গালুরু এফসির ফুটবলাররা

কোচ অ্যাশলে ওয়েস্টউড

প্রায় ২৬ বছর আগে কলকাতায় এয়ারলাইন্স কাপ খেলা যখন শুরু হয় তখনই প্রথম আর্থিক পুরস্কার চালু হল ভারতীয় ফুটবলে। প্রখ্যাত কোচ অমল দত্ত এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় ফুটবলের বাণিজ্যিকরণে এটাই প্রথম পদক্ষেপ। এরপর প্রথমে জাতীয় লিগ পরে তাকে আইলিগ নামে নতুন মুখোশ পরিয়ে একটা কর্পোরেট রূপ দেওয়ার চেষ্টা হল কিন্তু ভারতের পুরনো ক্লাবগুলি কোনওভাবেই নিজেদের বদলানোর ব্যাপারে হেলদোল দেখাল না। এশিয়ার অন্য যে দেশগুলি একসঙ্গে ভারতের সমমানে ছিল সেই জাপান-কোরিয়া-ইরান এমনকী অনেক পিছিয়ে থাকা থাইল্যান্ড ও আরব দেশগুলি হু হু করে এগিয়ে গেল। ভারত কিন্তু পেছতেই থাকল। নামে পেশাদারী হলেও অর্থের ছড়াছড়ি চললেও কর্পোরেটাইজেশনের 'ক' পর্যন্ত দেখা গেল না, ক্লাব ও ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাদের মধ্যে। মাহিন্দ্রা-জেসিটি অফিস ক্লাব হলেও স্থানীয় জনসাধারণকে তারা ক্লাবের সমর্থনে টেনে আনতে পারল না। উপরন্তু আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েও খরচ চালাতে না পেরে দলই তুলে দিল তারা। কেরালা ছিল একসময় ফুটবলার তৈরির আঁতুরঘর। কিছু ফুটবল সমর্থক যখন শহরভিত্তিক 'কোচি' এফসি'র ক্লাব তৈরি করল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড বা বার্সেলোনা এএফসি'র মতো তখন আমরা উল্লসিত হয়েছিলাম। কিন্তু সেই কর্তাদের পারস্পরিক খেয়োখেয়ি ও অপেশাদারিত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছিল যে দলের আইকন বিজয়ন ও আনচেরি'র মতো খেলোয়াড়রা দু-বছরের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে দল ছেড়ে দিলেন। কলকাতার বড় ক্লাবগুলিকে ফেডারেশন এবং এএফসি নানাভাবে চাপ দিয়ে দিয়ে শেষ অবধি লাইসেন্সিং বাতিল করার রক্তচক্ষু দেখিয়ে আধুনিক পেশাদারী পরিকাঠামো কিছু কিছু শর্ত মানতে বাধ্য করেছেন। সম্পূর্ণ পেশাদারী ক্লাব হয়ে ওঠা এখনও তাদের পক্ষে দূরঅস্ত।

এই পরিস্থিতিতে ২০১৩'র জানুয়ারিতে ডোডসাল নামে আরবের একটি বাণিজ্য গোষ্ঠী মুম্বাই টাইগার্স নামে সম্পূর্ণ কর্পোরেট সংস্কৃতি সম্পন্ন একটি দল গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলোড়ন তুলেছিল। কিন্তু হঠাৎই তারা পিছিয়ে যায়। যেসব ফুটবলাররা ডোডসাল গ্রুপে যোগদান করেছিলেন তারা অসহায় অবস্থায় পড়লেও শেষ অবধি অন্য দলে ঠাঁই পান। এই সময় ৮ মার্চ ২০১৩- তে সজ্জন জিন্দাল পরিচালিত জেএসডব্লু (জিন্দাল গ্রুপ) ফুটবলে আগ্রহী হয়ে বেঙ্গালুরু দলের ফ্রেঞ্চাইজি নিতে স্বীকৃত হয়। দলের নাম হয় বেঙ্গালুরু ফুটবল ক্লাব।

কর্পোরেট দল হলেও বেঙ্গালুরু প্রথমদিকে কিন্তু খুব লো প্রোফাইলে চলতে থাকে। সুনীল ছেত্রী ও রিনো অ্যান্টো ছাড়া তারকা ফুটবলার বলতে ভারতীয় দলে অনিয়মিত রবীন সিং। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই অন্য দলের বাতিল খেলোয়াড়। যেমন থৈ সিং, বিদেশি শন রুনি। এছাড়া যাঁদের সই করানো হল তাঁদের অধিকাংশের নামই ভারতীয় হার্ডকোর ফুটবল প্রেমিকরাও শোনেননি। যেমন- পবন কুমার, বিশাল কুমার, ওসানো, মিড ফিল্ডার জনসন, লালরোজামা, ফানাই, মালেমনগাম্বা মিতাই, শংকর সাম্পিনগিরাজ, ডনবস্কো অ্যান্ড্রু প্রমুখ। ফুটবলারদের নামের পিছনে না ছুটে তারা জোর দিল ক্লাবের পরিকাঠামো এবং নতুন ফুটবলার তুলে আনার জন্য যুব উন্নয়নের দিকে। বহু অভিজ্ঞ ভারতীয় কোচ আগ্রহী থাকা সত্ত্বেও তারা কোচ করে নিয়ে এল ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের যুব দলের খেলোয়াড় এবং রোভার্সের সহকারী কোচ অ্যাশলে ওয়েস্টউডকে। সহকারী করা হল অনামী প্রদ্যুত রেড্ডিকে। অ্যাশলের পরামর্শ তিন বিদেশিকে নিয়ে আসা হল গোলরক্ষক কোচ, পারফরমেন্স কোচ ও যুব উন্নয়নের প্রধান করে। সব থেকে বড় কথা ক্লাবটি শহরের মধ্যস্থলে ১৫ হাজার আসন বিশিষ্ট একটি নিজস্ব স্টেডিয়ামের অধিকারী হতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে খেলোয়াড়দের সকলের একসঙ্গে থাকার মতো ব্যবস্থা। ভারতের একাধিক ক্লাবে খেলা ও জাতীয় দলের অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী বলেছেন, ফুটবলারদের মানসিক ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার মতো উন্নত পরিকাঠামো অন্য কোনও ক্লাবে দেখিনি। ফুটবলারদের একসঙ্গে থাকা, চোট পেলে রিহ্যাব পদ্ধতি, কোচ ও কর্তাদের বন্ধুর মতো ব্যবহার সবই অসাধারণ। সাফল্য আসতে বাধ্য।

ভারতের বিখ্যাত ক্রীড়া চিকিৎসাসংস্থা হিলের সঙ্গে স্থায়ী চুক্তি, ফলে এই সংস্থা সর্বক্ষণ ফুটবলারদের পরিচর্যায় নিয়োজিত। যেখানে কলকাতার দলগুলির খেলোয়াড়দের রোজ চোট-আঘাত লেগেই আছে সেখানে বেঙ্গালুরুর এই অনামী দলটি চোট নেই বললেই চলে।

আর একটি নতুন ব্যাপার দলের কর্তারা প্রথম থেকেই নজর দিয়েছিলেন সমর্থক তৈরির ব্যাপারে। যে সমর্থক বেশ একমাত্র রয়েছে কলকাতার প্রধান তিনটি দলের। মাহিন্দ্রা, টাটাএফসি তো দূরের কথা, এমনকী

এই সাফল্য অবশেষে কর্পোরেট জগতকে ভারতীয় ফুটবলের দিকে মুখ ঘোরাতে আগ্রহী করবে এই আশাতেই বুক বাঁধছেন ফুটবল প্রেমিকরা

গোয়ার প্রাচীন ক্লাব সালগাঁওকর ডেম্পো পর্যন্ত আজ অবধি সনিষ্ঠ সমর্থক দল গড়ে তুলতে পারেনি। এ ব্যাপারে ব্যর্থ কলকাতার টালিগঞ্জ অগ্রগামী ও ইউনাইটেড স্পোর্টস। যে বেঙ্গালুরু শহর এখন রীতিমতো কন্টিনেন্টাল সিটি, ক্রিকেট টেনিসের মতো খেলা সেখানকার মানুষদের ধ্যান-জ্ঞান, ভারতীয় ফুটবল হয়ে গিয়েছিল রীতিমতো অচ্ছুত, সেখানে মাত্র কয়েকমাসেই তারা বেশ কয়েকহাজার মানুষের একনিষ্ঠ সমর্থক বাহিনী গড়ে তুলেছে। বেঙ্গালুরু জেতার পর শহরের আইটি হ্যাব, বিভিন্ন বারে দেখা গিয়েছে রীতিমতো উচ্ছাস ও উল্লাস নৃত্য। অনেকেই ক্লাবের জার্সি পরে সেদিন টিভির সামনে খেলা দেখতে বসেছিলেন। ৭০০ সমর্থক বেঙ্গালুরু থেকে গোয়া খেলা দেখতে যান। এর মধ্যে ৫০০ জন গিয়েছেন নিজেদের খরচে।

কলকাতার তিন বড় দল বহু চেষ্টা করেও বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে আগ্রহী করাতে পারেনি ভারতীয় ফুটবলে। চার্চিলের মতো দলের স্পনসর নেই। মাহিন্দ্রা দল তুলে দিয়েছে। পুণে ও মুম্বাই এফসি লড়াই চালাচ্ছে কিন্তু এখনও ট্রফি পায়নি। এই পরিস্থিতিতে সুনীল ছেত্রীদের এই সাফল্য অবশেষে কর্পোরেট জগতকে ভারতীয় ফুটবলের দিকে মুখ ঘোরাতে আগ্রহী করবে এই আশাতেই বুক বাঁধছেন ফুটবল প্রেমিকরা। যদিও ইন্ডিয়ান সুপারলিগ ঘিরে ইতিমধ্যেই বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মধ্যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে তবু আইএসএল শেষ অবধি ফুটবলের উন্নতি ঘটাবে নাকি ক্রিকেটে আইপিএল'র মতো সার্কাস হয়ে থাকবে তা এখনও পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু সুনীলদের এই সাফল্য দেখে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলি বিভিন্ন শহর ভিত্তিক দলের ফ্রাঞ্চাইজি হবে বলে আশা করা যায়। আর একটি আশাতেও কলকাতার ফুটবলপ্রেমিকরা বুক বাঁধছেন, যদি বেঙ্গালুরুর এই জয় থেকে শিক্ষা নিয়ে কলকাতার বড় দলগুলির কর্তাদের আধুনিক পেশাদারী পরিকাঠামো আনার ব্যাপারে টনক নড়ে।

আশা জাগাচ্ছেন মনীশ পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার আইপিএল-এ নতুন এক প্রতিভা কিন্তু কড়া নাড়তে চলেছে ভারতের নির্বাচকদের আলোচনা সভায়। পাহাড়ী এই ছেলেটি জাতীয় স্তরে কর্ণাটকে হয়ে আবির্ভূত হলেও মহেন্দ্র সিং ধোনি'র আদি ভূমি উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে জন্ম। আইপিএল'র আসরে ২০০৮ সালে প্রথমে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, তারপরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স, পরের বছর পুণে হয়ে এবারে কলকাতা নাইট রাইডার্সের জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন তিনি। ১৯৮৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর জন্ম এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান অফব্রেক বোলারের। পুরো নাম মনীশ কৃষ্ণানন্দ পাণ্ডে। তবে টিমমেটরা পাণ্ডু বলেই ডাকেন। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় রীতিমতো সিরিয়াসলি ক্রিকেট খেলা শুরু তার। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এএসসি সেন্টারে পড়ার সময় সতীশ নামে প্রশিক্ষকের নজরে পরে সে। এরপরেই কেএসসিএ-তে প্রশিক্ষণ নিতে নিতেই রাজ্য ও জাতীয় স্তরে খেলা শুরু হয় তার। ২০০৮

আইপিএল-এ প্রথম ভারতীয় হিসেবে শতরান করার মুহূর্তে

সালে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে ভারতীয় টিমের জার্সি গায়ে চড়ানোর সুযোগ পান তিনি। মাত্র ২০ বছর বয়সে দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করেন তিনি। প্রথম ভারতীয় হিসেবে আইপিএল-এ সেঞ্চুরি করার রেকর্ডে নাম খতিত হয় তাঁর। দিনটি ছিল ২১ মে ২০০৯। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ডেকান চার্জাসের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১১৪ রান করেন তিনি। এখনও পর্যন্ত ৫৭টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে তাঁর মোট রান ৪১১০। ব্যাটিং গড় ৫৩.৩৭। সেঞ্চুরি করেছেন ১৩টি, অর্ধশতরান করেছেন ১৯টি। সর্বোচ্চ রান ২১৮। এছাড়া ৮৫টি টি-২০ ম্যাচে ১৮০০ রান করেছেন, গড় ২৫.৩৫। শতরান ১টি, অর্ধশত ৮টি। সর্বোচ্চ অপরাজিত ১১৪।

এ-বছর আইপিএল-এর প্রথম পর্যায় কিংখানের দলকে এখনও অবধি যতটা নির্ভরতা জুগিয়েছেন তাতে অনায়াসে আশা করা যায় শীঘ্রই তিনি রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ানদের জায়গা নড়বড় করে দিতে সক্ষম হবেন।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।